STOP ATROCITIES ON MINORITIES

পরিষদ বার্তা

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ'র মুখপত্র

ফেব্রুয়ারি ২০১৯
নবপর্যায় ৭০
মূল্য ১০ টাকা

২০১৮ সালে সাম্প্রদায়িক নির্যাতনের তথ্য প্রকাশ

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন চাই : ঐক্য পরিষদ

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ১৫ ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা রিপোর্টার্স ইউনিটিতে আয়োজিত এক সংবাদ সম্মেলনে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ বিগত সংসদ নির্বাচনের প্রাক্কালে প্রকাশিত ইশতেহারে সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে সরকারি দলের জিরো টলারেন্সের অঙ্গীকারকে স্বাগত জানিয়ে দৃশ্যমানভাবে এর বাস্তব প্রতিফলন ঘটবে বলে আশা প্রকাশ করেছে।

সাবেক সাংসদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ঊষাতন তালুকদারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এ সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রাণা দাশগুপ্ত। এতে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক, সাংবাদিক বাসুদেব ধর, লায়ন জে এল ভৌমিক, মিলন কান্তি দত্ত, মঞ্জু ধর, মনিন্দ্র কুমার নাথ, রবীণ বসু, উত্তম কুমার চক্রবর্তী, প্রাণতোষ আচার্য, এ্যাড. বিনয় ঘোষ বিটু , পরিমল ভৌমিক, রাহুল বড়ুয়া প্রমুখ। বিগত ২০১৮ সালের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার তথ্য প্রকাশের জন্যে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, শুধুমাত্র শারদীয় দুর্গাপুজো বা নির্বাচনকালীন সময়ে নয়, সারা বছরব্যাপী নানান আবরণ ও আভরণে যেসব অন্ধকারের শক্তি ও ব্যক্তি সাম্প্রদায়িক সহিংসতা চালিয়ে জাতীয় ঐক্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি বিনষ্ট, ধর্মীয় স্বাধীনতা ক্ষুণ্ন এবং ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘু জনমনে আস্থাহীনতা ও ভয়-ভীতি, শংকা সৃষ্টিতে তৎপর তাদের ব্যাপারে সরকার ও প্রশাসন ত্বরিৎ দৃশ্যমান ভূমিকা পালন করবে- এ আমাদের বিশ্বাস। স্থানীয় থেকে জাতীয় পর্যায়ে এলাকার জনপ্রতিনিধিদের এ ব্যাপারে দায়বদ্ধ করার জন্যে সরকার ও রাজনৈতিক দলসমূহের প্রতি আহ্বান জানানো হয়। বক্তব্যে এ মর্মে আশা প্রকাশ করা হয় যে, 'ধর্ম যার যার রাষ্ট্র সবার' শুধু রাজনীতির মাঠে আপ্তবাক্য হিসেবে নয়, বাস্তবেও তার প্রতিফলন ঘটবে। নির্বাচনোত্তর বিদ্যমান অনেকটা সহনশীল পরিবেশ ভবিষ্যতেত্ত আরো অধিকতরভাবে নিশ্চিত থাকবে- এ প্রত্যাশা সংবাদ সম্মেলনে ব্যক্ত করা হয়।

বিগত বছরের সাম্প্রদায়িক সহিংসতার চালচিত্র তুলে ধরে লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বিগত বছরে সংখ্যালঘু-আদিবাসী জনগোষ্ঠীর মানবাধিকার পরিস্থিতির কিছুটা উন্নতি ঘটেছে। ২০১৬ সালে সাম্প্রদায়িক সহিংসতার ঘটনা ছিল ১৪৭১টি, ২০১৭ সালে তা নেমে আসে ১০০৪-এ। আর গেলো বছরের ডিসেম্বর পর্যন্ত মোট ঘটনার সংখ্যা এসে দাঁড়িয়েছে ৮০৬-তে। এর মধ্যে হত্যার শিকার হয়েছেন ৯০ জন, মরদেহ উদ্ধার হয়েছে ১৫ জনের (প্রাথমিকভাবে হত্যাকান্ড বলে প্রতীয়মান), কথিত ধর্ম অবমাননার অভিযোগে শাস্তি প্রদানের ঘটনা ঘটেছে ১০টি, , অপহরনের ঘটনা ৩৯টি, নিখোঁজের ঘটনা ১৮টি, ধর্ষণ চেষ্টার ঘটনা ১৪টি, ধর্ষণের ঘটনা ৩২টি, গণধর্ষণের ঘটনা ১৬টি, যৌন হয়রানীর ঘটনা ২৬টি, প্রতিমা চুরির ঘটনা ১৪টি, মন্দিরে চুরি/ডাকাতির ঘটনা ৭টি, প্রতিমা ভাংচুর ১৬৯টি, মন্দিরে হামলা/ভাংচুর/অগ্নিসংযোগের ঘটনা ৫৮টি, শ্মশান/ ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের সম্পত্তি দখলের ঘটনা ২১টি, দখলের অপপ্রয়াস ১১টি, বসতবাড়ি, জমিজমা দখল/উচ্ছেদের ঘটনা ১২২টি, দেশত্যাগের পৃষ্টা ২

জামায়াতের বিপর্যয় ও গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা

সোহরাব হাসান

জামায়াতে ইসলামি নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন সরগরম আলোচনা চলছে। দীর্ঘ দিনের নীরবতা ভেঙে লন্ডন থেকে দলের যুগ্ম মহাসচিব আইনজীবী আবদুর রাজ্জাক পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। পদত্যাগের কারণ হিসেবে তিনি একাত্তরের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করা এবং দলের নাম ও নীতি পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনিচ্ছার কথা উল্লেখ করেছেন। রাজ্জাকের এই পদত্যাগ শুধু জামায়াতকে বড় ধরণের ধাক্কা দেবে। আবদুর রাজ্জাক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, জামায়াতকে বদলাতে হবে। একাত্তরের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। এর আগেও জামায়াতের ভেতর খেকে এ রকম দাবি উঠেছে। কিন্তু সেই দাবি কেন্দ্রীয় নেতত্ব আমলে নেয়নি। [পূর্ণ প্রবন্ধ ৫ম পৃষ্ঠা]

জামায়াত ও সম্পর্কিত দলগুলো দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি, মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাব

॥ বিশেষ প্রতিনিধি ॥

জামায়াতে ইসলামি ও দলটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চরমপন্থী দলগুলোকে দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের জন্য হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করে মার্কিন কংগ্রেসে একটি প্রস্তাব আনা হয়েছে। এতে দলটিকে ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি হিসেবে উল্লেখ করা হয়। এছাড়া জামায়াতের অব্যাহত হুমকি মোকাবিলায় দলটির সক্ষমতা উপড়ে ফেলতে বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান জানানো হয়েছে।

ইন্ডিয়ানার রিপাবলিকান কংগ্রেসম্যান জিম ব্যাংকস কংগ্রেসে এ প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন। এতে বিএনপি-সহ বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি জামায়াতে ইসলামিসহ অন্যান্য চরমপন্থী সংগঠনের সংস্পর্শ থেকে দ্ব্যর্থহীনভাবে দূরে থাকার আহ্বান জানানো হয়েছে। প্রতিনিধি পরিষদে উত্থাপিত প্রস্তাবটি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য হাউস ফরেন অ্যাফেয়ার্স কমিটিতে পাঠানো হয়েছে।

প্রস্তাবে দক্ষিণ এশিয়ায়, বিশেষ করে পাকিস্তান ও বাংলাদেশে ধর্মীয় দলগুলোকে গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের প্রতি হুমকি হিসেবে আখ্যায়িত করে এ বিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। এতে বলা হয়, আল কায়েদা ও তালেবানের সঙ্গে জামায়াতে ইসলামির সদস্যদের যোগাযোগ রয়েছে। এই দলটি এবং তাদের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চরমপন্থী পৃষ্টা ২

আদৌ কি অর্পিত সম্পত্তি ফেরত পাবে হিন্দু সম্প্রদায়

কাজল দেবনাথ

পাঁচ দশক আগে চূড়ান্ত সাম্প্রদায়িক ও নোংরা রাজনীতির গর্ভ হতে জন্ম নেয়া শত্রু সম্পত্তি আইনের যাঁতাকলে সর্বস্বান্ত এ ভূখণ্ডের হিন্দু সম্প্রদায়কে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ আবারও গভীর খাদের শেষ প্রান্ত হতে ভেসে আসাক্ষীণ আলোক রশ্মির মতো নতুন করে আশার আলো দেখিয়েছে। 'সমৃদ্ধির অগ্রযাত্রায় বাংলাদেশ' শিরোনামে নির্বাচনী ইশতেহারে ক্ষুদ্র জাতিসত্ত্বা, নৃগোষ্ঠী, ধর্মীয় সংখ্যালঘু ও অনুন্নত সম্প্রদায় অনুচ্ছেদের সাফল্য ও অর্জন অংশে বলা হয়েছে–'ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি আইন সংশোধন এবং এই আইনের অধীনে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে'। একই সাথে ইশতেহারের লক্ষ্য ও পরিকল্পনা অংশে অঙ্গীকার করা হয়েছে–'অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে'।

শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি আইনের করাল গ্রাস হতে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশকে মুক্ত করতে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের ২০১৮ সালের এই নির্বাচনী ইশতেহারকে আমরা আন্তরিকভাবে অভিনন্দন জানাই। আমরা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি অর্পিত সম্পত্তি ফেরত পেতে আওয়ামী লীগ সরকারের

প্রধানমন্ত্রীই একমাত্র ভরসা

আমলে জাতীয় সংসদে পাস করা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এবং পরবর্তীতে একই সরকারের আমলে ২০১১, ২০১২ এবং ২০১৩ সালে আনা আইনের সর্বশেষ সংশোধনী ও প্রত্যর্পণ বাস্তবায়নে ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয় কর্তৃক অদ্যাবধি প্রকাশিত পরিপত্রসমূহই যথেষ্ট।

উল্লেখ্য, ২০০১ সালের আইনে বলা হয়েছিল সম্পত্তি ফেরত পেতে প্রার্থীকে অবশ্যই 'অব্যাহতভাবে বাংলাদেশী নাগরিক' হতে হবে। অর্থাৎ প্রমাণপত্র দাখিল করতে হবে যে, ১৯৬৫ সাল হতে তিনি অব্যাহতভাবে বাংলাদেশে ছিলেন। একটি শব্দ বাদ এবং একটি শব্দ যোগ অর্থাৎ 'অব্যাহত' শব্দটি বাদ এবং তৎকালীন হিন্দু পরিবারগুলো যৌথ পরিবার ছিল বিধায় মালিকের সংজ্ঞায় 'সহ-অংশীদার' শব্দটি যোগ করার দাবি মেনে নেয়া হয় ২০১১ সালের সংশোধনীতে। কিন্তু জোর প্রতিবাদ সত্ত্বেও আমলাদের কুপরামর্শে ২০১১ সালের সংশোধনীতে ভুক্তভোগীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয় 'ক' এবং 'খ' দু'টি তালিকা। অর্থাৎ যেসব সম্পত্তি সরকার দখলে নিয়েছে এবং লিজ দিচ্ছে তা হবে 'ক' তালিকাভুক্ত এবং যেসব সম্পত্তিতে সরকারের দখল নেই শুধুমাত্র তহশিলদার ও এসি ল্যান্ডের কূটচাল ও ঘুষ বাণিজ্যে পেন্সিলে বা কলমে খাতার মন্তব্য কলামে লেখা হয়েছে শত্রু বা ভিপি তা হবে 'খ' তালিকাভুক্ত। সরকারি হিসেবে 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তির পরিমাণ ১,৯২,৬২৮ একর এবং 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি ৬,৭৪,৭৯৮ একর। ২০০১ সালের আইনে কেবল সরকারের দখলে থাকা সম্পত্তির একটি গেজেট প্রকাশের কথা ছিল। অর্থাৎ 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে সরকার সে সময় বিবেচনায় নেয়নি। পৃষ্টা- ৩

সিলেটে দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাসের তৎপরতা

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত সিলেটের ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিশের কাছে লেখা এক পত্রে বলেছেন, সিলেট জেলার বিশ্বনাথ উপজেলার ২নং খাজাঞ্চী ইউনিয়নের মদনপুর গ্রামের শতাধিক বছরের পুরোনো শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউ মন্দির ও তদস্থিত ১৪/১৫ একর দেবোত্তর সম্পত্তি, যার মূল্য কয়েক কোটি টাকা, গ্রাসের জোর অপতৎপরতায় লিপ্ত হয়েছে একই ইউনিয়নের মৃত হারিছ মিয়ার পুত্র পীর লিয়াকত হোসেন। শুধু ভূমি দখলের অপতৎ পরতায় নয়, স্থানীয় হিন্দু সম্প্রদায়ের বর্ণিত মন্দিরে পূজার্চনার বাধা প্রদান, তাদের ভয়ভীতি প্রদর্শন, দেশত্যাগের হুমকি, মিথ্যা মামলা দায়ের ইত্যাদির মাধ্যমে অহেতুক হয়রানি ও আর্থিকভাবে সর্বস্বান্ত করে চলেছে। এ জঘন্য তৎপরতায় একই সাথে লিপ্ত হয়েছে পীর লিয়াকত হোসেনের ভাড়াটিয়া সন্ত্রাসী জনৈক আব্দুর রশীদ ও তার সঙ্গীরা। এদের কর্মকাণ্ডে সংখ্যালঘু জনমনে নিদারুণ শংকা ও উদ্বেগ দেখা দিয়েছে।

পত্রে তিনি বলেন, বর্ণিত দুর্বৃত্তদের হাত থেকে শ্রীশ্রী গোপীনাথ জিউ মন্দির ও তদস্থিত দখলীয় দেবোত্তর সম্পত্তি এবং অসহায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর নিরাপত্তা সুনিশ্চিতকরণে আপনার পদক্ষেপ আন্তরিকতার সাথে কামনা করছি।

পটুয়াখালীতে হিন্দু পরিবারকে উচ্ছেদের চক্রান্ত

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত পটুয়াখালীর পুলিশ সুপারের কাছে লেখা এক পত্রে বলেছেন, আমাদের কাছে সংবাদ এসেছে চার ব্যক্তি পটুয়াখালী জেলার মীর্জাগঞ্জ থানার চালিতাবুনিয়া গ্রামের মৃত রাসমোহন রায়ের পুত্র লক্ষীকান্ত রায়কে তার স্বত্বীয় দখলীয় মালিকানাধীন সম্পত্তি থেকে পরিবারসমেত উচ্ছেদের যাবতীয় চক্রান্তে লিপ্ত রয়েছে। তারা একযোগে অতর্কিতে হামলা চালিয়ে লক্ষীকান্ত রায়কে পরিবারসমেত তার বাড়িঘর থেকে উচ্ছেদের, প্রয়োজনে খুন করার, এমনকি জায়গাজমি জোর জবরদস্তিক্রমে তাদের বরাবরে লিখিয়ে দেয়ারও হুমকি দিচ্ছে। এহেন অব্যাহত হুমকিতে লক্ষীকান্ত রায় ও তার পরিবার উচ্ছেদের আতংকে ভুগছে এবং নিরাপত্তাহীনতায় রয়েছে। এই চার ব্যক্তি হলেন, কাবেদ গাজী পিতা-মৃত: ছাদের গাজী, আবু সালেহ, পিতা-মোতাহার, নাছির উদ্দিন মুন্সী, পিতা-মৃত: জেন্নাত আলী মুন্সী ও মো: সেলিম মিয়া সর্বসাকিন–কেওয়া বুনিয়া, থানা–মীর্জাগঞ্জ, জেলা-পটুয়াখালী। ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উল্লেখিত লক্ষীকান্ত রায় ও তার পরিবারকে তাদের বসতভিটা, জমিজমাসমেত রক্ষায় যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন।

ডিআইজি কৃষ্ণপদ রায়ের মায়ের মৃত্যুতে শোকপ্রকাশ

॥ নবীগঞ্জ প্রতিনিধি ॥

হবিগঞ্জের নবীগঞ্জ উপজেলার সদর ইউনিয়নের হালিতলা গ্রামের অধিবাসী ঢাকা মেট্রোপলিটন পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ কমিশনার (ক্রাইম) কৃষ্ণ পদ রায়ের মা রমা রায়ের (৭৯) মৃত্যুতে গভীর শোক ও সমবেদনা প্রকাশ করেন বাংলাদেশ হিন্দু সমাজ সংস্কার সমিতি নবীগঞ্জ উপজেলা শাখার নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দের মধ্যে রয়েছেন সংগঠনের সভাপতি কালীপদ ভট্টাচার্য্য,সহ সভাপতি বাদল কৃষ্ণ বনিক, সাধারণ সম্পাদক সাংবাদিক উত্তম কুমার পাল হিমেল, যুগ্ম সম্পাদক পবিত্র বণিক,অমলেন্দু সুত্রধর,রাজীব কুমার রায়,বিশ্বজিত চন্দ,শ্যামল কুমার পাল,বিপুল চক্রবর্ত্তী,বিপুল দাশ, সুপ্তা দাশ প্রমুখ।

শোক সংবাদ

বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার সভাপতি বাবুল কুমার ঘোষ অসুস্থতাজনিত কারণে ১০ ফেব্রুয়ারি মৃত্যু বরণ করেন। বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সভাপতি মিলন কান্তি দত্ত ও সাধারণ সম্পাদক নির্মল কুমার চ্যাটার্জী তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন এবং শোক সন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করেছেন।

ঐক্য পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য পাঠ করছেন এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত পরিষদ বার্তা

সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জিরো টলারেন্সের অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন চাই

প্রথম পৃষ্ঠার পর

হুমকির ঘটনা ১১৫টি, বসতঘর/সম্পত্তি ব্যবসা-প্রতিষ্ঠানে হামলা/ ভাংচুর/ অগ্নিসংযোগ/ লুটপাট/ ডাকাতির ঘটনা ২৩৫টি, চাঁদাবাজীর ঘটনা ২০টি, হত্যার হুমকির ঘটনা ৩১টি, হত্যাচেষ্টার ঘটনা ২৩টি। শারীরিক হামলার শিকার হয়েছেন এ বছরে ৪৪৭ জন। দখলের/উচ্ছেদের অপতৎপরতায় ৫৮৮টি পরিবার/প্রতিষ্ঠান ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। প্রতারণাপূর্ণভাবে গো-মাংস ভক্ষণ করিয়ে ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত হানার ঘটনা ৩টি। এ চিত্র থেকে এটি সুস্পষ্ট যে, ধর্মীয়-জাতিগত সংখ্যালঘুদের উপর নির্যাতন, নিপীড়নের ধারা আজো অব্যাহত রয়েছে।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্যে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পূর্বাপর সময়ে নির্বাচন কমিশন, নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী সকল রাজনৈতিক দল এবং আইন-শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর প্রশংসনীয় ভূমিকায় বিগত নির্বাচনগুলোর সময়ের মতো দুঃসহ অভিজ্ঞতার পুনরাবৃত্তি ঘটে নি উল্লেখ করে বলা হয়, এর পরেও ফেনীর সোনাগাজী, ঠাকুরগাঁও সদর, রাংগামাটির লংগদু ,বাঘাইছড়ি কিয়দংশ,রাজস্থলী, কাপ্তাই, কাউখালিসহ কয়েকটি স্থানে বিচ্ছিন্নভাবে কিছু ঘটনা ঘটেছে ।

জামায়াত ও সম্পর্কিত দলগুলো দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতার জন্য হুমকি, মার্কিন কংগ্রেসে প্রস্তাব

প্রথম পাতার পর

দলগুলো দক্ষিণ এশিয়ার স্থিতিশীলতা ও ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের জন্য হুমকিস্বরূপ। ফলে ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা সহিংসতার গুরুতর ঝুঁকির মুখে রয়েছে। প্রস্তাবে বলা হয়, ইউরোপিয়ান পার্লামেন্টের এক প্রস্তাবেও দ্ব্যর্থহীনভাবে জামায়াতে ইসলামির কাছ থেকে দূরত্ব বজায় রাখতে বিএনপি-কে আহ্বান জানানো হয়েছে। কংগ্রেসম্যান ব্যাংকস বলেন, বাংলাদেশের আইনজীবী ও বিরোধী রাজনীতিক কামাল হোসেন প্রকাশ্যেই বিএনপি-কে জামায়াতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার আহ্বান জানিয়েছেন। রিপাবলিকান দলীয় এই কংগ্রেসম্যানের অভিযোগ, যুক্তরাষ্ট্রেও জামায়াতে ইসলামির ভাবধারা পোষণ করে- এমন অনেক সংগঠন রয়েছে যারা তহবিল সংগ্রহের সঙ্গে যুক্ত। এক্ষেত্রে তিনি উদাহরণ হিসেবে ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা, শেয়ার লিডারশিপের নাম উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, এসব সংগঠন খোলাখুলিভাবেই জামায়াতের সঙ্গে সম্পৃক্ত। তিনি আরও বলেন, ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের ওপর বারবার হামলা, ধর্মীয় চরমপন্থার বিস্তার এবং জামায়াতে ইসলামিসহ সংশ্লিষ্ট মৌলবাদী গোষ্ঠীগুলোর ক্রমবর্ধমান অস্থিতিশীলতা, যুক্তরাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও কৌশলগত স্বার্থের জন্য হতাশাব্যঞ্জক।

প্রস্তাবে বলা হয়, ধর্মীয় চরমপন্থা ও জঙ্গিবাদের বাড়বাড়ন্ত রোধে মানবাধিকার, ধর্মীয় স্বাধীনতা এবং ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্র রার মতো বিষয়গুলোতে যুক্তরাষ্ট্রকে আরও সক্রিয়ভাবে বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। প্রস্তাবে বাংলাদেশ ও পাকিস্তান সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলা হয়, জামায়াতে ইসলামি ও দলটির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত চরমপন্থী দলগুলোর অব্যাহত হুমকি মোকাবিলায় তাদের সক্ষমতা যেন উপড়ে ফেলা হয়। এছাড়া বিএনপি-সহ বাংলাদেশের সব রাজনৈতিক দলের প্রতি জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নের আহ্বান জানানো হয়।

যুক্তরাষ্ট্রের ভেতরে ও এর বাইরে জামায়াতে ইসলামির সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সব প্রতিষ্ঠানে ইউএসএআইডি, মার্কিন পররাষ্ট্র দফতর, হোমল্যান্ড সিকিউরিটিজসহ প্রাসঙ্গিক অন্যান্য সংস্থার তহবিল সরবরাহ বন্ধ করারও দাবি জানানো হয়েছে প্রস্তাবে। এসব সংস্থার মধ্যে রয়েছে ইসলামিক সার্কেল অব নর্থ আমেরিকা, আইসিএনএ রিলিফ, হেল্পিং হ্যান্ড ফর রিলিফ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট, দ্য মুসলিম উম্মাহ অব নর্থ আমেরিকা।

নারায়ণগঞ্জে শম্ভুনাথ হুমকির শিকার

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত নারায়ণগঞ্জের জেলা প্রশাসকের কাছে লেখা এক পত্রে বলেছেন, আমরা জানতে পেরেছি, শম্ভুনাথ দে পিতা-মৃত কানুলাল দে সাকিন– ১নং পশ্চিম দেওভোগ, ভুঁইয়ারবাগ, থানা–ফতুল্লা, জেলা-নারায়ণগঞ্জ কর্তৃক বড় দেওভোগ মৌজাস্থিত ৬১ শতক জমি নিয়ে আনীত ২৫/২০১৫ নম্বরের অর্পিত আপিল মামলায় নারায়ণগঞ্জের বিজ্ঞ অতিরিক্ত জেলা জজ, ২য় আদালত জমিতে স্থিতাবস্থা বজায় রাখার নির্দেশ দেন গত ২৯ নভেম্বর, ২০১৮ ইং তারিখে।

এতদসত্বেও আদালতের আদেশ অমান্য করে কাশেম হুমায়ুন, আবদুস সালাম, উভয় পিতা-মৃত চাঁন মিয়া, দেলোয়ার হোসেন চুন্নু, মোয়াজ্জেম হোসেন সোহেল ও হাজী মনির হোসেন জমি অবৈধভাবে দখল করে তাতে নির্মাণ কাজ শুরু চেষ্টা চালাচ্ছে। এ ব্যাপারে আশংকাগ্রস্ত হয়ে পড়ায়, যদ্দূর জানতে পেরেছি, শম্ভুনাথ দে ফতুল্লা মডেল থানায় গত ১৮ ডিসেম্বর, ২০১৮ ইং তারিখে ৩৫৪ নম্বরের ডায়েরি প্রদান ছাড়াও আপনার বরাবরে আবেদন দায়ের করেছেন। দখলীয় জমি রক্ষার্থে আইনি প্রতিকার চাওয়ার প্রেক্ষিতে শম্ভুনাথ দে পরিবারসমেত জীবননাশের আশংকা করেছে, কেননা অব্যাহতভাবে তাঁরা দুর্বৃত্তদের হুমকির শিকার। বিশ্বস্ত সূত্রে জেনেছি, কাশেম হুমায়ুন ও তার সঙ্গীরা স্বাধীনতা বিরোধী জামায়াতে ইসলামি ও ছাত্র শিবিরের রাজনীতির সাথে জড়িত।

ঠাকুরগাঁওয়ে হিন্দু ছাত্রীকে গণধর্ষণ

৬ষ্ঠ পৃষ্ঠার পর ॥ প্রতিনিধিদল ঘটনাস্থল সফর করেন এবং ধর্ষিতার বাবা কুলেশ্বর বর্মনের সঙ্গে কথা বলেন। কুলেশ্বর বর্মন প্রতিনিধিদলকে কান্না বিজড়িত কণ্ঠে বলেন, আমি অসহায়, আমাকে আইনি সহায়তা করুন। কুলাঙ্গাররা আমার মেয়েকে শেষ করে দিয়েছে। আমার মেয়ের জীবন শেষ হয়ে গেছে। তার লেখাপড়ার কী হবে আমি জানি না। রবীন্দ্র ঘোষ এক বিবৃতিতে এহেন মানবতাবিরোধী অপরাধের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানান এবং অনতিবিলম্বে অপরাধীদের শাস্তি বিধানের দাবি জানান।

আদৌ কি অর্পিত সম্পত্তি ফেরত পাবে হিন্দু সম্প্রদায়

প্রথম পাতার পর

আইনে বলা হলো 'ক' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি অবমুক্ত হবে আদালতের মাধ্যমে এবং 'খ' তালিকাভুক্ত স্থানীয় রাজনৈতিক কমিটির মাধ্যমে অথবা প্রার্থী চাইলে আদালতের মাধ্যমে। নতুন করে শুরু হওয়া ভোগান্তি, রাজনৈতিক টাউটবাজী ও ঘুষ বাণিজ্যে দিশেহারা ভুক্তভোগীদের বাঁচাতে 'খ' তালিকা বাতিলের জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় হস্তক্ষেপ কামনা করে ৭ আগস্ট ২০১৩ তাঁর সাথে দেখা করেন হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রানা দাশগুপ্তের নেতৃত্বে সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য কাজল দেবনাথ ও সুব্রত চৌধুরী। জননেত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে বহুবিতর্কিত 'খ' তপশীল বাতিল হয় ৮ অক্টোবর ২০১৩। এটি ছিল হাসিনা সরকারের একটি ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত। 'খ' তালিকা বাতিল আইনে সুস্পষ্ট উল্লেখ আছে, 'খ' তালিকাভুক্ত সম্পত্তি এমনভাবেই বাতিল হয়েছে যে, উক্ত তালিকাভুক্ত সম্পত্তি কখনও অর্পিত সম্পত্তি তালিকাভুক্ত হয়নি। আন্দোলনরত সংগঠনসমূহ এবং ভুক্তভোগীদের সর্বসম্মত মতামত হলো ২০০১ সালে পাস করা আইনের সর্বশেষ সংশোধনীর আলোকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে আর কোনো সংশোধনীর প্রয়োজন নেই। তাদের একমাত্র প্রত্যাশা অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনে উল্লেখিত এবং নির্ধারিত সময় সীমার মধ্যেই যেন প্রত্যর্পণ প্রক্রিয়ার প্রতিটি স্তর কার্যকরভাবে বাস্তবায়িত হয়।

আওয়ামী লীগের নির্বাচনি ইশতেহার ২০১৮ তেও একই কথা বলা হয়েছে–'ইতোমধ্যে জাতীয় সংসদে অর্পিত সম্পত্তি আইন সংশোধন এবং এই আইনের অধীনে উদ্ভূত নানাবিধ সমস্যা নিষ্পত্তির জন্য আইনি ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে' এবং অঙ্গীকার করা হয়েছে–'অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হবে'।

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিষয়ে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত ১ এপ্রিল ২০১৮ যে রায় দেন তা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক বিবেচনায় রায়ের নির্দেশনার অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হলো।

'সরকারের সকল কর্মকর্তাদের প্রতি এই বলে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে যেন আর কোনো সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে গেজেটভুক্ত করার কোনো প্রকার পদক্ষেপ নেয়া না হয়। ইতোমধ্যে স্থাপিত ট্রাইব্যুনাল আপিল ট্রাইব্যুনাল যেন কঠোরভাবে আইনে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যেই দায়েরকৃত আবেদন ও আপিলসমূহ নিষ্পত্তিতে সচেষ্ট হন। যে সকল জেলায় বিপুল সংখ্যক আবেদন শুনানির জন্য অপেক্ষায় আছে সেই সকল জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা যেতে পারে। সরকার যেহেতু অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়ন করে মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুতরাং রীট বা অন্য কোনো আবেদনের অজুহাতে ট্রাইব্যুনালের ডিক্রি কার্যকর করতে কোনো রকম বিলম্ব না করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ১০(১) ধারার অধীনে আবেদন দায়েরের ক্ষেত্রে তামাদি আইন (Limitation Act) প্রযোজ্য হবে।'

একই সাথে রায়ের পর্যবেক্ষণে আরও বলা হয়েছে– '১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চের পর বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত কোনো সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সকল কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত ছিল বেআইনি এবং যে সকল ব্যক্তি এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন তারা সবাই এই বেআইনি কাজের জন্য দায়ী বলে বিবেচিত হবেন। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের উপরোক্ত নির্দেশনা সম্বলিত রায় ঘোষিত হয়েছিল ১৯৮০ হতে ২০০৪ সালের মধ্যে। এই সকল রায়ের ভিন্নমত প্রকাশ করে অদ্যাবধি একটি রায়ও ঘোষিত হয়নি উচ্চতর আদালত হতে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি ১৮-৬-১৯৮০ সালের পর অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্তিতে জড়িত ছিলেন তাদের সবাই আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি বিষয়ে হাইকোর্টের এটিই প্রথম রায় নয়। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল উভয় বিভাগ ইতোপূর্বে অন্তত ডজন খানেক রায় দিয়েছে এই বলে যে– যেহেতু ২৩-৩-১৯৭৪ তারিখে ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশটি বাতিল করার মাধ্যমে শত্রু সম্পত্তি আইনের মৃত্যু ঘটেছে সুতরাং এই মৃত আইনের আওতায় আর কোনো অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণার কার্যক্রম শুরু করা যাবে না। 'Since the law of enemy property itself died with the repeal of Ordinance No 1 of 1969 on 23-3-1974 no further Vested Property case can be started thereafter on the basis of the law which is already dead'.

কেবলমাত্র অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন এবং এ সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের রায়েই নয়– সংশ্লিষ্ট ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয়ের সাম্প্রতিক পরিপত্রেও একই নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। গত ৩ এপ্রিল ২০১৮ আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগ হতে জারীকৃত পরিপত্রে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় এই বলে নির্দেশনা দেয়া হয়েছে যে, 'অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন ২০০১ এর ২২(৩) ধারার বিধান বিদ্যমান থাকা অবস্থায় এবং ভূমি মন্ত্রণালয়ের বিভিন্ন স্মারকে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণে ট্রাইব্যুনাল ও আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়নের উপযুক্ত নির্দেশনা থাকার পরও জেলা প্রশাসকগণ প্রতিনিয়ত বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্টের মাননীয় হাইকোর্ট বিভাগের রীট দায়েরের জন্য আইন ও বিচার বিভাগের সলিসিটর অনুবিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করছে'। পরিপত্রে আরও উল্লেখ করা হয়– 'আইনের সুনির্দিষ্ট বিধান থাকা সত্ত্বেও বিধি বর্হিভূতভাবে হাইকোর্টে রীট দায়েরের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করায় আইনগত জটিলতার সৃষ্টি হচ্ছে এবং জনমনে বিভ্রান্তি ছড়াচ্ছে। এমতাবস্থায়, অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আপিল ট্রাইব্যুনালের রায়ের বিরুদ্ধে আর কোনো প্রতিকার চাওয়ার সুযোগ না থাকায়, হাইকোর্ট বিভাগে রীট দায়েরের জন্য সলিসিটর অনুবিভাগে কোনো প্রস্তাব প্রেরণ না করার জন্য সকল জেলা প্রশাসকসহ সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে।'

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন অনুযায়ী আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্তই সর্বশেষ এবং চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত যা জেলা প্রশাসক আইনে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে বাস্তবায়ন করবে বিধায় ভূমি মন্ত্রণালয়ও ইতোপূর্বে ২৮-১০-২০১৫ তারিখে একটি পরিপত্র জারি করে জানায়– 'আপিল ট্রাইব্যুনালের সিদ্ধান্ত বা আদেশ বা রায় বাস্তবায়ন করতে জেলা প্রশাসকদের নিকট হতে পরবর্তী করণীয় সম্পর্কে মতামত, পরামর্শ বা নির্দেশনা চেয়ে মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ অনভিপ্রেত'। ওই পরিপত্রে সকল জেলা প্রশাসককে আপিল ট্রাইব্যুনালের রায় বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় পদপে গ্রহণেরও নির্দেশনা দেয়া হয়।

প্রশ্ন হলো, জননেত্রী শেখ হাসিনার ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নে ২০০১ সালে অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়ন, ভুক্তভোগী ও আন্দোলনরত সংগঠন সমূহের যৌক্তিক দাবির প্রতি সমর্থন জানিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তরিকতায় ২০১১, ২০১২ এবং ২০১৩ সালের আইনের সংশোধনী, অর্পিত সম্পত্তি বিষয়ে বাংলাদেশ সুপ্রিম কোর্ট ও হাইকোর্টের সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ ১৯৮০ সাল হতে সর্বশেষ ২০১৮ সাল পর্যন্ত ঘোষিত প্রতিটি রায়, আইন প্রয়োগে ভূমি ও আইন মন্ত্রণালয়ের ব্যাখ্যা ও জারিকৃত নির্দেশনা সম্বলিত পরিপত্র এবং সর্বশেষ বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ এর মাধ্যমে সংখ্যালঘু ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর প্রতি বৈষম্যমূলক সকল প্রকার আইন ও অন্যান্য অন্যায় ব্যবস্থার অবসান করার অঙ্গীকার করা সত্ত্বেও কেন পাকিস্তানি আমলে জারিকৃত শত্রু সম্পত্তি আইনের সর্বনাশা আগ্রাসনে সর্বস্বান্ত এ ভূখণ্ডের হিন্দু সম্প্রদায় আজও মুক্ত হতে পারছেন না। দুর্ভাগ্যজনক বাস্তবতা হলো– এই আইনের যাঁতাকলে পাকিস্তানি আমলে ৫ বছর এবং মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত বাংলাদেশে ৪৭ বছর (অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়নের আগে ২৯ বছর এবং আইন প্রণয়নের পরে ১৮ বছর) যাবৎ নিষ্পেষিত হয়েছে এবং আজ অবধি হয়ে চলেছে এ ভূখণ্ডে ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, স্পষ্ট করে বললে মূলত হিন্দু সম্প্রদায়। শুধু তাই নয়, একই সাথে এদের কপালে লেপন করা হয়েছে– 'শত্রু তিলক' এবং পৈতৃক ভিটে হয়েছে 'শত্রু সম্পত্তি'।

এঁরা কি তবে কোনোদিনই মুক্তি পাবে না এই নাগপাশ হতে? উত্তর একটাই– অবশ্যই পাবে এবং কেবলমাত্র বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাই পারেন এদের মুক্ত করতে। প্রয়োজন শুধু সকল কু-মন্ত্রণাকে অগ্রাহ্য করে 'খ' তালিকা বাতিলের মতো মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর একটি ঘোষণা–

'আর কোনো অজুহাত নয়, অর্পিত সম্পত্তি সংশোধনী আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই প্রকৃত স্বত্বাধিকারীদের অধিকার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করতে হবে, এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অবগতি ও প্রত্যর্পণ বাস্তবায়নের সর্বশেষ অবস্থা নিরীক্ষণের জন্য মাসিক/ত্রৈমাসিক রিপোর্ট পাঠাতে হবে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর দফতরে।'

অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ বিষয়ে বিচারপতি ওবায়দুল হাসান ও বিচারপতি কৃষ্ণা দেবনাথের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চ গত ১ এপ্রিল ২০১৮ যে রায় দেন তা আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ইশতেহার ২০১৮ বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও সহায়ক বিবেচনায় রায়ের নির্দেশনার অংশ বিশেষ এখানে উল্লেখ করা হলো।

'সরকারের সকল কর্মকর্তাদের প্রতি এই বলে নির্দেশ দেয়া হচ্ছে যে, ভবিষ্যতে যেন আর কোনো সম্পত্তি অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে গেজেটভুক্ত করার কোনো প্রকার পদক্ষেপ নেয়া না হয়। ইতোমধ্যে স্থাপিত ট্রাইব্যুনাল আপিল ট্রাইব্যুনাল যেন কঠোরভাবে আইনে প্রদত্ত সময়সীমার মধ্যেই দায়েরকৃত আবেদন ও আপিলসমূহ নিষ্পত্তিতে সচেষ্ট হন। যে সকল জেলায় বিপুল সংখ্যক আবেদন শুনানির জন্য অপেক্ষায় আছে সেই সকল জেলায় একাধিক ট্রাইব্যুনাল স্থাপন করা যেতে পারে। সরকার যেহেতু অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইন প্রণয়ন করে মূল মালিক বা উত্তরাধিকারীদেরকে সম্পত্তি ফিরিয়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে সুতরাং রীট বা অন্য কোনো আবেদনের অজুহাতে ট্রাইব্যুনালের ডিক্রি কার্যকর করতে কোনো রকম বিলম্ব না করার জন্য সরকারি কর্মকর্তাদের নির্দেশ দেয়া যাচ্ছে। অর্পিত সম্পত্তি প্রত্যর্পণ আইনের ১০(১) ধারার অধীনে আবেদন দায়েরের ক্ষেত্রে তামাদি আইন (Limitation Act) প্রযোজ্য হবে।'

একই সাথে রায়ের পর্যবেক্ষণে আরও বলা হয়েছে– '১৯৭৪ সালের ২৩ মার্চের পর বাংলাদেশের সীমানাভুক্ত কোনো সম্পত্তি শত্রু সম্পত্তি বা অর্পিত সম্পত্তি হিসেবে তালিকাভুক্ত করার সকল কার্যক্রম ও সিদ্ধান্ত ছিল বেআইনি এবং যে সকল ব্যক্তি এই কার্যক্রমের সাথে জড়িত ছিলেন তারা সবাই এই বেআইনি কাজের জন্য দায়ী বলে বিবেচিত হবেন। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের উপরোক্ত নির্দেশনা সম্বলিত রায় ঘোষিত হয়েছিল ১৯৮০ হতে ২০০৪ সালের মধ্যে। এই সকল রায়ের ভিন্নমত প্রকাশ করে অদ্যাবধি একটি রায়ও ঘোষিত হয়নি উচ্চতর আদালত হতে। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি ১৮-৬-১৯৮০ সালের পর অর্পিত সম্পত্তি হিসাবে তালিকাভুক্তিতে জড়িত ছিলেন তাদের সবাই আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডনীয় অপরাধে অপরাধী বলে গণ্য হবে।'

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, শত্রু (অর্পিত) সম্পত্তি বিষয়ে হাইকোর্টের এটিই প্রথম রায় নয়। বাংলাদেশের সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট ও আপিল উভয় বিভাগ ইতোপূর্বে অন্তত ডজন খানেক রায় দিয়েছে এই বলে যে– যেহেতু ২৩-৩-১৯৭৪ তারিখে ১৯৬৯ সালের ১নং অধ্যাদেশটি বাতিল করার মাধ্যমে শত্রু সম্পত্তি আইনের মৃত্যু ঘটেছে সুতরাং এই মৃত আইনের আওতায় আর কোনো অর্পিত সম্পত্তি ঘোষণার কার্যক্রম শুরু করা যাবে না।

বিচিন্তা

মহাশ্বেতা দেবী : আদিবাসী-দলিতের মা

পঙ্কজ ভট্টাচার্য

দু'হাজার দশ সনের মধ্য-এপ্রিলে মহাশ্বেতা দেবী 'মানবতা বিকাশ' পদক গ্রহণ করতে রাঁচিতে গেলেন। বিমান বন্দরের নাম 'বিরসা মুন্ডা বিমান বন্দর'। তাঁর বড় আশা ছিলো বিমান বন্দরে দেখতে পাবেন বিরসা মুন্ডার এক স্থাপত্য। কিন্তু না, বিমানবন্দরের কোথাও এই বীরের স্থাপত্যমূর্তি দেখা গেল না। এক বুক হতাশা নিয়ে শহরের অভিমুখে রওনা দিলেন মহাশ্বেতা দেবী- যিনি তাঁর 'অরণ্যের অধিকার' গল্পগ্রন্থে গভীর মমতায় ফুটিয়ে তুলেছেন বীর বিরসা মুন্ডার জীবন ও সংগ্রাম। বিমান বন্দর থেকে রাঁচি শহরে ঢুকে বিরসা মুন্ডা চকে যখন এলেন তখন তাঁর চোখে পড়লো বিরসার জীবন থেকেও বড় বিশালাকায় এক ভাস্কর্য এবং ভাস্কর্যে বীর বিরসা মুন্ডার শেকলবদ্ধ মূর্তি দর্শনে মহাশ্বেতা দেবী হলেন হতাশ ও ক্ষুব্ধ। সবাই নিশ্চয় অনুমান করতে পারেন 'অরণ্যের অধিকার' গল্প গ্রন্থের প্রধান নায়ক বীর বিরসা মুন্ডাকে যিনি তিল তিল করে মানবতার মুক্তিদূত হিসেবে এঁকেছেন- স্বাধীন মুক্ত ভারতে তার শেকলবন্দী মূর্তি দেখে কাহিনীকার মহাশ্বেতা দেবী যে মর্মাহত হবেন এটাই ছিল স্বাভাবিক। সর্বোপরি জীবন থেকে বড় আকারের বিরসা মুন্ডার মূর্তি দেখে তিনি বলেন 'বিরসা মুন্ডা স্বাধীন স্বদেশে আজও শেকলবন্দী। বিরসার মতো বীরদের আমরা মুক্ত করতে পারিনি। বিরসার জীবন থেকে বড় আকারের মূর্তি তুলে ধরে ঐ বীরের প্রতি কৃতজ্ঞতা যে শূন্যের কোটায় তা প্রকাশিত হয়েছে। উৎকট জাহিরি প্রদর্শনবাতিক মানসিকতা ধরা পড়েছে।' বলে মন্তব্য করেন তিনি।

বিরসা মুন্ডার জন্ম ও বেড়ে-ওঠার তীর্থভূমি খুন্তি জেলার হরকী তফসিলের উলিহাট গ্রামে মহাশ্বেতা গেলেন- একরাশ হতাশা নিয়ে তিনি দেখলেন-বিরসার স্বজন পরিজনরা বিরসার আমলের মতো অভাব-অনটন-দারিদ্রের কষাঘাতে জর্জরিত। স্বাধীন ভারতের উন্নয়নের ছোঁয়া লাগেনি এ জনপদে। তিনি যে 'মানবতা বিকাশ' পদক পেলেন তার সিংহভাগ টাকা দিয়ে বিরসার স্বজনদের জন্য একটি ট্রাস্ট গঠন করলেন।

মহুয়া ও কুসুম এবং অনুরূপ ফুলের বীজ থেকে উপাদেয় তেল উৎপাদনের একটা কারখানা তৈরির ব্যবস্থা করে দিলেন। সবচেয়ে কমদামী খাওয়ার তেলের কারখানা তৈরি হলো ঐ টাকায়। কিন্তু ঝাড়খন্ডের সরকারকে এধরনের কোন উদ্যোগ কিংবা বিরসা-পরিজনের ভাগ্য বদলে কোন দর্শনীয় পদক্ষেপ নিতে দেখা গেল না।

নাগরিক সমাজের কাছে মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন 'মহাশ্বেতাদি', কিন্তু আদিবাসীদের কাছে তিনি ছিলেন 'মা'।

মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন শান্তিনিকেতনের শেষ আশ্রমবাসী, যিনি পেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের প্রত্যক্ষ সযত্ন সান্নিধ্য। তিনি লিখেছেন 'রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমাকে একটা বই দিয়েছিলেন, আমি তাকে বলেছিলাম- আপনার লেখা আমি বুঝতে পারি না, এমনকি আমার বাবা মনীষ ঘটক যেসব রবীঠাকুরের বই কিনতেন তা আমি অনেকাংশে বুঝতে পারতাম না।' এ ছিল ছাত্রী মহাশ্বেতার সরল স্বীকারোক্তি! অথচ রবীঠাকুরের জীবন ও কর্ম থেকে তিনি পেয়েছেন গভীর অনুপ্রেরণা।

মহাশ্বেতা দেবী ছিলেন ভিন্ন ধাঁচের লেখালেখির মানুষ। তার লেখার ধারাটি তৈরি হয় যখন তিনি আইপিটিএ-তে যোগ দিলেন। বিখ্যাত নাট্যকার বিজন ভট্টাচার্য যিনি পরবর্তীতে তাঁর জীবনসাথী হন এবং তাঁর কাকা বহুমাত্রিক প্রতিভার অধিকারী ঋত্বিক ঘটক যাঁরা ছিলেন সাহিত্য-সংস্কৃতিতে জীবনঘনিষ্ট নয়া ধারার প্রবক্তা।

মহাশ্বেতার কলমের ভাষা ছিল ছুরির ফলার মতো আর তার 'থিম' ছিল প্রান্তিকতার প্রান্তে যাদের বাস তাদের জীবন। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন আদিবাসী অন্তঃপ্রাণ। আদিবাসীদের উৎসব 'সালমাই' যা আদিবাসী নববর্ষ নামে প্রবর্তন হয়, এভাবে বসন্ত পূর্ণিমাকে বসন্ত উৎসবে পর্যবসিত করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। আর মহাশ্বেতা দেবীর সারা জীবনের সকল লেখালেখির প্রাণ-কেন্দ্র হয়ে উঠে আদিবাসীদের জীবন। তাঁর প্রসিদ্ধ লেখাগুলোর কুশিলবরা হলেন- বিরসা মুন্ডা, বসাই টুডু,এতোয়া মুন্ডা, দ্রৌপদী বা দোপদি মেজহেন প্রমুখ খ্যাতির শীর্ষে ওঠা চরিত্র।

মহাশ্বেতা দেবীর 'দ্রৌপদী' গ্রন্থের নাট্যরূপ দেন সাবিত্রী হাইজম্যান। ১৯৭৮ সনে মনিপুর কলাক্ষেত্রে যেখানে দোপদি মেজহেন তার ঘৃণা প্রকাশ করেছেন সমাজের পরুষতন্ত্রের বিরুদ্ধে 'কাপড় কি হবে? কাপড়? লেংটা করতে পারিস, কাপড় পরাবি কেমন করে? মরদ তু? হেতে কেউ পুরুষ লাই যে লাজ করবো, কাপড় মোরে পড়তে দিব না, আর কি করবি?'

এ ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী এই বিরল অবস্থানটি অর্জন করেছেন। তিনি একই সাথে সূচনা করেছেন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ধারা। চুনী কোটালের আত্মহত্যা, আদিবাসী বসাই টুডু হত্যা, 'খোয়াই বাঁচাও' (শান্তিনিকেতন) আন্দোলন, আমলাসোল অনশনমৃত্যু, সিংগুরু নন্দীগ্রাম-লালগড়ে কৃষকের উপর পুলিশি নির্যাতনের তান্ডবে ও রেজয়ানুর রহমানের মায়ের সুবিচার, তসলিমা নাসরিনের কোলকাতায় বসবাস ও লেখালেখির অধিকার, বীরভুমি পাহাড় কেটে বেআইনী পাথর তোলার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেত্রীও মহাশ্বেতা দেবী। এছাড়া শীলচর রেলওয়ে ষ্টেশনকে 'ভাষা শহীদ স্মারক ষ্টেশন' পরিণত করার জন্য তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতাকে পত্র লেখেন ও আন্দোলন জারি রাখেন। শঙ্কা-ভয়শূন্য মনে অকান্ত সংগ্রামী মহাশ্বেতা দেবী মেনে নিতে পারেননি মিথ্যা বন্দুক যুদ্ধের অজুহাতে 'কিষানজী হত্যাকান্ড'। তাই তিনি মমতা ব্যানার্জীর গুণমুগ্ধ হয়েও উক্ত ঘটনার জন্য 'ফ্যাসিস্ট' আখ্যা দিতে পরোয়া করেননি।

এই দোপদি নাটকের ক্ষমতায়ন জীবন সংগ্রামের প্রেরণা হয়ে ওঠে প্রতিবাদী নগ্ন মায়েদের মিছিল, ঘটনাটি ঘটে ইম্ফল কাঙ্গলা দূর্গের সামনে থানজাম মনোরমার ধর্ষণ ও হত্যার প্রতিবাদে। (যা দেশ-দুনিয়াকে কাঁপিয়ে তোলে, দাপিয়ে জাগায় বিশ্ববিবেক)। সামাজিক পীড়ন-দলনের বিরুদ্ধে দলিত নারী প্রান্তিক নারীর কণ্ঠস্বর হয়ে ওঠে মহাশ্বেতার 'দোপদি'।

আসুন দেখি দস্যু কি করে বাল্মিকী হলেন!

মনোরঞ্জন ব্যাপারী হলেন তেমন একজন লেখক তিনি পুরস্কৃত হলেন পশ্চিমবঙ্গ বাংলা একাডেমি এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠান থেকে। তিনি কখনো বিদ্যালয়ের চৌকাঠে পা ফেলেননি। এই দলিত সন্তান হেন অপকর্ম নেই যা রপ্ত করেননি। 'বাল্মিকী' মনোরঞ্জনকে মায়ের মমতা ও প্রেরণা দিয়ে মহাশ্বেতা দেবী এই অসাধ্য সাধন করেছেন।

মহাশ্বেতা দেবী সারাজীবন ছিলেন শোষিত-বঞ্চিত জাতিগোষ্ঠী ও জনগণের পক্ষে, আসুন তাঁর জবানীতে শুনি মার্কসবাদ বা সাম্যবাদ নিয়ে মহাশ্বেতা দেবী কি বলতেন-'আমি মার্কসবাদ-সাম্যবাদ নিয়ে কখনো কোন বই পড়িনি, কিন্তু আমি মার্কসবাদ বা সাম্যবাদের পাঠ নিয়েছি দলিত ও আদিবাসীদের জীবন থেকে- যারা সাম্যবাদ জীবন দিয়ে চর্চা করেন।'

আমরা অনেক লেখকের কথা শুনেছি জেনেছি যারা খ্যাতির শীর্ষডালে চড়েছেন কিন্তু লেখকের চেয়ে সমধিক হয়ে উঠেছেন মানবাধিকার ব্যক্তিত্ব তেমন কয়জন পেয়েছি?

এ ক্ষেত্রে মহাশ্বেতা দেবী এই বিরল অবস্থানটি অর্জন করেছেন। তিনি একই সাথে সূচনা করেছেন সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন ধারা। চুনী কোটালের আত্মহত্যা, আদিবাসী বসাই টুডু হত্যা, 'খোয়াই বাঁচাও' (শান্তিনিকেতন) আন্দোলন, আমলাসোল অনশনমৃত্যু, সিংগুর-নন্দীগ্রাম-লালগড়ে কৃষকের উপর পুলিশি নির্যাতনের তান্ডবে ও রেজয়ানুর রহমানের মায়ের সুবিচার, তসলিমা নাসরিনের কোলকাতায় বসবাস ও লেখালেখির অধিকার, বীরভুমি পাহাড় কেটে বেআইনী পাথর তোলার বিরুদ্ধে আন্দোলনের নেত্রীও মহাশ্বেতা দেবী। এছাড়া শিলচর রেলওয়ে ষ্টেশনকে 'ভাষা শহীদ স্মারক ষ্টেশন' পরিণত করার জন্য তৎকালীন রেলমন্ত্রী মমতাকে পত্র লেখেন ও আন্দোলন জারি রাখেন। শঙ্কা-ভয়শূন্য মনে অক্লান্ত সংগ্রামী মহাশ্বেতা দেবী মেনে নিতে পারেননি মিথ্যা বন্দুক যুদ্ধের অজুহাতে 'কিষাণজী হত্যাকান্ড'। তাই তিনি মমতা ব্যানার্জীর গুণমুগ্ধ হয়েও উক্ত ঘটনার জন্য 'ফ্যাসিস্ট' আখ্যা দিতে পরোয়া করেননি।

তাঁর মৃত্যু সাহিত্য জগতকে শুধু ক্ষতিগ্রস্ত করেনি, অপূরণীয় ক্ষতি সাধিত হয়েছে মানবাধিকার রায় সদা-ক্রিয়াশীল শক্তি সামর্থ্যের আন্দোলনটির। বলা বাহুল্য, প্রত্যক্ষভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে আদিবাসী ও দলিত মানুষেরা- যারা যুগযুগ ধরে রাষ্ট্রের কাছে রয়েছে অভিশপ্ত ও পরিত্যক্ত অবস্থায়। যে আদিবাসী সমাজ অ-আদিবাসীদের 'দিকুস' নামে অভিহিত করে অথচ সেই আদিবাসী সমাজই মহাশ্বেতা দেবীকে দিলেন মায়ের সম্মান-মায়ের মর্যাদাসহ মাতৃ সম্বোধন।

তিনি একের পর এক গড়ে তুলেছেন খেরিয়া শবর কল্যাণ সমিতি, লোধা কল্যাণ সমিতি। তিনি যুক্ত হয়েছেন বন্ধুয়া মুক্তি মোর্চা (স্বামী অগ্নিবেশ), কিরিরু আদিবাসী মহিলা সমাজ, শাওয়ার জামলা, শহীদ জাতি কল্যাণ সমিতিসহ আরও অনেক সংগঠনের সাথে নিত্যদিনের কার্যক্রমে।

মহাশ্বেতা দেবীর অনেক প্রত্যাশা পূরণ হয়নি। ভাষা শহীদ স্মারক ষ্টেশন আন্দোলনের দাবি আজও অপূর্ণ রয়ে গেছে। ছন্দ্রাধর মাহাতো ও সুখশান্তি বাস্কে এখনো কারামুক্ত হয়নি। শান্তি নিকেতনের খোয়াই নদ রক্ষার্থে সরকার কোন উদ্যোগ নেয়নি। চুনী কোটালের খুনিরা আজও শাস্তি পায়নি, রেজয়ানুরের মা এখনো সুবিচার পায়নি বরং ক্ষমতার দখলে খুনিরা যোগ দিয়েছে। কিষাণজী হত্যাকান্ডের বিচার হয়নি, আর 'দোপদি' দেখিয়ে দিয়েছে কিভাবে পশ্চিমবঙ্গে নারীর বিরুদ্ধে অপরাধ অভয়ারণ্য হয়ে উঠেছে।

তাঁর আকাড়খার বিরুদ্ধে পশ্চিম বঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মহাশ্বেতা দেবীর মৃত্যুতে রাষ্ট্রীয় শোক ও অন্তেষ্টি উৎযাপন করেছেন, তাঁর মরদেহের শেষকৃত্য অনুষ্ঠিত হবে পুরুলিয়ায় এই শেষ ইচ্ছাও অপূরণ রয়ে গেল। পুরুলিয়ার রাজনওবাসী মহাশ্বেতার মৃত্যুর ১১ দিন পর তাঁর শেষকৃত্য অনুষ্ঠান করে মহাসেগুন গাছ লাগিয়ে মাতৃশ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। মহাশ্বেতার দেহভস্ম রাজনওগায়ের মহুয়া-শাল-সেগুনের ছায়াতলে মাটির সাথে মিশে থাকার কি এই শান্তি পেতে চেয়েছিলেন তিনি?

'হাজার চুরাশীর মা', আদিবাসী ও দলিত জনগনের মা মহাশ্বেতা দেবী সমাজের নিচতলার নর-নারী, পরিত্যক্ত, অসহায় ও প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এবং বিতাড়িত, ভোটাধিকার বঞ্চিত, পরাজিত নর-নারীর মুখপাত্র এবং থাকবেন চিরকাল। হতাশা-দীর্ণ এই জনগোষ্ঠীর সুদিন অবশ্যই আসবে এ বিশ্বাসে তিনি ছিলেন দৃঢ় আত্মবিশ্বাসী।

একাধারে তাত্ত্বিক ও প্রায়োগিক মানবতাবাদী মহাশ্বেতা দেবীর নশ্বর দেহের সমাপ্তি ২৮ জুলাই ২০১৬ তারিখে বটে কিন্ত তাঁর আদর্শ ও কর্মযজ্ঞের অবিনাশী ধারা মানবিকতার মশাল জ্বালাবে শতাব্দীর পর শতাব্দী, প্রজন্মের পর প্রজন্মের লোকগান হয়ে বেঁচে থাকবে চিরকাল। জয়তু মহাশ্বেতা দেবী।

বিচিন্তা

জামায়াতের বিপর্যয় ও গণতন্ত্রের অগ্নিপরীক্ষা

সোহরাব হাসান

জামায়াতে ইসলামি নিয়ে বাংলাদেশের রাজনৈতিক অঙ্গনে এখন সরগরম আলোচনা চলছে। দীর্ঘ দিনের নীরবতা ভেঙে লন্ডন থেকে দলের যুগ্ম মহাসচিব আইনজীবী আবদুর রাজ্জাক পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন। পদত্যাগের কারণ হিসেবে তিনি একাত্তরের অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা না করা এবং দলের নাম ও নীতি পরিবর্তনে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের অনিচ্ছার কথা উল্লেখ করেছেন। রাজ্জাকের এই পদত্যাগ শুধু জামায়াতকে বড় ধরণের ধাক্কা দেবে। আবদুর রাজ্জাক এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন, জামায়াতকে বদলাতে হবে। একাত্তরের ঘটনার জন্য ক্ষমা চাইতে হবে। এর আগেও জামায়াতের ভেতর থেকে এ রকম দাবি উঠেছে। কিন্তু সেই দাবি কেন্দ্রীয় নেতত্ব আমলে নেয়নি। এবারে কী করে সেটাই প্রশ্ন।

বাংলাদেশে জামায়াতের উত্থান-পতন দুটোই নাটকীয় এবং কোনো না কোনো সময় তারা বড় দুই দলের সমর্থন পেয়েছে। তবে রাজনৈতিক চিন্তা-চেতনার দিক থেকে বিএনপির সঙ্গেই অধিক ঘনিষ্ঠতা রয়েছে। বিএনপির নেতাদের দাবি জামায়াতের সঙ্গে তাদের জোটগঠন কৌশলগত, আদর্শগত নয়।

মুক্তিযুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়ার কারণে স্বাধীনতার পর জামায়াতে ইসলামি, মুসলিম লীগ, নেজামে ইসলামি প্রভৃতি দল নিষিদ্ধ করা হয়। সংবিধানে বলা হয়, 'ধর্মের' ভিত্তিতে কোনো দল করা যাবে না।' কিন্তু পঁচাত্তরের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জিয়াউর রহমান সেই নিষেধাজ্ঞা তুলে দেন এবং জাতীয় সমঝোতার নামে ধর্মীয় রাজনীতির লাইসেন্স দেন। আর সেই সুযোগে জামায়াত কখনো বিএনপির ঘাড়ে সওয়ার হয়ে, কখনো আওয়ামী লীগের ছায়ায় নিজের অবস্থান সংহত করেছে। আওয়ামী লীগ যুদ্ধাপরাধের দায়ে জামায়াতের কয়েকজন নেতার বিচার করেছে। আবার নব্বইয়ের দশকের মাঝামাঝি দলটি বিএনপির বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে যে আন্দোলন গড়ে তুলেছিল, তাতে জামায়াতকে সঙ্গী করতে দ্বিধা করেনি।

প্রথম আলোয় 'বিএনপির সঙ্গে আর থাকছে না জামায়াত' শিরোনামে খবর প্রকাশিত হওয়ার পর দলটি নিয়ে রাজনৈতিক মহলে নানা রকম জল্পনা শুরু হয়। প্রশ্ন উঠেছে, জামায়াত কি সত্যি সত্যি বিএনপিকে ছাড়বে? কিংবা বিএনপি কি জামায়াতকে বাদ দিয়ে নতুন করে রাজনৈতিক সমীকরণ তৈরি করবে? বিএনপি-জামায়াত আলাদা হলে আওয়ামী লীগের অবস্থানই বা কী হবে?

বিএনপি ছাড়ার বিষয়ে জামায়াত যেসব যুক্তি দেখিয়েছে তার মধ্যে একটি হলো সরকারের 'দমনপীড়ন' । বিএনপির সঙ্গে থাকার কারণে যদি জামায়াতকে বাড়তি দমনপীড়নের শিকার হতে হয়, তাহলে ধরে নিতে হয় সরকারের প্রধান 'শত্রু' জামায়াত নয়, বিএনপি। বিএনপির নেতারা মনে করেন, তাঁরা জামায়াতকে ছাড়লে আওয়ামী লীগ কাছে টেনে নেবে। এর আগে সে রকম ঘটনাই ঘটেছে। আওয়ামী লীগের নেতারা কিছুদিন আগেও বলতেন, বিএনপি ও জামায়াত-হেফাজত একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। হেফাজতে ইসলাম নামের সংগঠনটি ২০১৩ সালে আওয়ামী লীগকে ক্ষমতাচ্যুত করতেই নাকি ঢাকা শহরে তাণ্ডব ঘটিয়েছিল? হেফাজত নিজেকে অরাজনৈতিক সংগঠন দাবি করলেও রাজনৈতিক কারণেই এর প্রতিষ্ঠা। তারা আওয়ামী লীগ সরকার ঘোষিত শিক্ষানীতি ও নারী উন্নয়ন নীতি বাতিল চেয়েছে। সেই হেফাজতের সঙ্গে বর্তমানে বিএনপির কোনো সম্পর্কের কথা শোনা যায় না, বরং আওয়ামী লীগের সঙ্গে তাঁদের 'সখ্য' গড়ে উঠেছে।

নিবন্ধনহীন জামায়াতে ইসলামি এবার স্বনামে নির্বাচন করতে পারেনি। জামায়াতের ২২ জন প্রার্থী বিএনপির নির্বাচনী প্রতীক ধানের শীষ নিয়ে নির্বাচন করেন এবং কোনো আসন পায়নি। উল্লেখ্য, ভোটের হিসাবে, জামায়াত এখনো দেশের চতুর্থ বৃহত্তম দল। দলটি ১৯৮৬ সালের নির্বাচনে ১০টি, ১৯৯১ সালে ১৮টি, ১৯৯৬ সালে ৩টি, ২০০১ সালে ১৭টি এবং ২০০৮ সালে ২টি আসন পায়।

এরশাদকে ক্ষমতায় রেখে বিএনপি ১৯৮৬ সালে নির্বাচন করতে রাজি না হলেও আওয়ামী লীগ ও জামায়াত তাতে অংশ নিয়েছিল। খালেদা জিয়ার প্রথম সরকারের আমলে (১৯৯১-৯৬) রাষ্ট্রপতি নির্বাচনে বিএনপির প্রার্থী আবদুর রহমান বিশ্বাসের বিরুদ্ধে আওয়ামী লীগ-সমর্থিত প্রার্থী বিচারপতি বদরুল হায়দার চৌধুরীর পক্ষে জামায়াতের সমর্থন চেয়েছিল আওয়ামী লীগ। আবার ১৯৯৫-৯৬ সালে আওয়ামী লীগের নেতৃত্বে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দাবিতে আন্দোলনে গড়ে ওঠে, তাতেও সংসদের ভেতরে ও বাইরে জামায়াত সক্রিয় ছিল।

সুতরাং, রাজনীতিতে সহজাত বা স্থায়ী মিত্র বা শত্রু বলে কিছু নেই। জাতীয় ঐক্যফ্রন্টে এখন যাঁরা বিএনপির মিত্র, তাঁদের বেশির ভাগই একসময় আওয়ামী লীগ করতেন। নির্বাচনের আগে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের সঙ্গে আলাপকালে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঠাট্টাচ্ছলে সে কথা বলেছেনও। আবার বিএনপির প্রতিষ্ঠাতা মহাসচিব বদরুদ্দোজা চৌধুরী ও বিএনপির সরকারের প্রতিমন্ত্রী আবদুল মান্নানরা এখন আওয়ামী লীগের নতুন সুহৃদ।

এ অবস্থায় ২০-দলীয় জোট থেকে জামায়াতে ইসলামি বেরিয়ে যাওয়া বা বিএনপির সঙ্গ ছাড়ার খবরটি অস্বাভাবিক হলেও অসম্ভব নয়।

দেশের রাজনীতিতে নীতি-আদর্শের দুর্ভিক্ষ চলছে। সবখানে কৌশল-অপকৌশলের খেলা এবং সেই খেলায় বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগ অধিক পারঙ্গম বলেই প্রমাণিত। আওয়ামী লীগ তিন-তিনবার বিএনপিকে একঘরে করেছে। বিএনপি আওয়ামী লীগকে একবারও একঘরে করতে পারেনি। ক্ষমতার রাজনীতির এমনই গুণ যে পরীক্ষিত সেক্যুলার দল মৌলবাদী দলের সঙ্গে আঁতাত করে, আবার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীরাও ধর্মপন্থীদের সঙ্গে জোট বাঁধতে দ্বিধা করে না।

আরেকটি উদাহরণ দিই। আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানে চার মূল নীতি পুনর্বহাল করেছে বলে দাবি করে। একই সঙ্গে তারা এরশাদের রাষ্ট্রধর্মও রেখে দিয়েছে। দুটি একসঙ্গে যায় না। ভারতে মোদির নাগরিকত্ব বিল নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। বিলটি ভারতের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক-এই যুক্তিতে বিরোধীরা বাতিল করে দিয়েছেন। বাংলাদেশে কোনো দলই আন্তরিকভাবে চায়নি রাষ্ট্রধর্ম উঠে যাক।

নীতি ও আর্দশের দিক থেকে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মধ্যে অনেক মিল আছে। বিএনপির ১৯ দফার সঙ্গে জাতীয় পার্টির ১৮ দফার তেমন ফারাক নেই। দুটো দলই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যা আওয়ামী লীগের ঘোষিত নীতির বিপরীত। দুটো দলেরই জন্ম হয়েছে ক্ষমতার গর্ভে। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতিতে আজ আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি একে অপরের পরিপূরক হয়ে গেছে। দুজনে দুজনার।

অতীতে মরহুম মাওলানা ফজলুল হক আমিনীর বক্তৃতা-বিবৃতি যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন, তাঁর মতো আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনীতিক বাংলাদেশে কমই আছে। তিনি একসময় ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান।' সেই ফজলুল হক আমিনীর ইসলামি ঐক্যজোট এখন আর বিএনপির সঙ্গে নেই। খেলাফত মজলিসের একাংশও বিএনপির সঙ্গে থাকলেও অপরাংশ এরশাদের জোটে যোগ দিয়েছিল।

২০১৩ সালে হেফাজত ঢাকা শহরে কী ধরনের তাণ্ডব ঘটিয়েছিল, তা সবার জানা। এখন তারা আন্দোলনে নেই। আন্দোলন ছাড়াই আওয়ামী লীগ সরকার তাদের অধিকাংশ দাবিদাওয়া মেনে নিয়েছে। হেফাজতের আমির আল্লামা আহমদ শফী সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে বিশাল সমাবেশ করে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার প্রতি শোকরিয়া জানিয়েছেন। তার আগে লেখক-বুদ্ধিজীবীদের আপত্তি উপেক্ষা করে হেফাজতের দাবি মেনে সরকার পাঠ্যপুস্তক থেকেও কথিত 'অনৈসলামিক' রচনাগুলো বাতিল করে দেয়।

অস্তিত্ব রক্ষার জন্য এখন জামায়াত বিএনপিকে ছাড়তে পারে। কিন্তু তাতে রাজনীতিতে গুণগত পরিবর্তন আসবে না। আমরা জামায়াতের রাজনীতির বিরোধিতা করি শুধু একাত্তরের ভূমিকার কারণে নয়। একাত্তরের জন্য যদি তারা আইনজীবী রাজ্জাকের দাবি মেনে ক্ষমাও চায়, তাহলেও জামায়াতের রাজনীতি সমর্থন করা যায় না। কেননা যে রাজনৈতিক দর্শন জামায়াতকে এই পথে নিয়ে এসেছে, সেই দর্শন তো থেকেই গেছে। একই কথা প্রযোজ্য হেফাজতের বেলায়ও। তাদের ১৩ দফা মানলে আর মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ থাকে না। গণতান্ত্রিক শাসনকাঠামোও অস্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে হেফাজতের দর্শন জামায়াতের চেয়েও পশ্চাৎপদ। কয়েক দিন আগেও হেফাজতের আমির বলেছেন, নারী ও পুরুষ একসঙ্গে পড়াশোনা করতে পারবে না। নারী রোগীরা চিকিৎসার জন্য পুরুষ ডাক্তার দেখাতে পারবেন না।

অতএব গণতন্ত্র চাইলে জামায়াত ও হেফাজত দুটোকেই পরিত্যাগ করতে হবে। দলের 'নাম পরিবর্তন' কিংবা 'অরাজনৈতিক' ধুয়া তুলে জাতিকে বিভ্রান্ত করা যাবে না।

দেশের রাজনীতিতে নীতি-আদর্শের দুর্ভিক্ষ চলছে। সবখানে কৌশল-অপকৌশলের খেলা এবং সেই খেলায় বিএনপির চেয়ে আওয়ামী লীগ অধিক পারঙ্গম বলেই প্রমাণিত। আওয়ামী লীগ তিন-তিনবার বিএনপিকে একঘরে করেছে। বিএনপি আওয়ামী লীগকে একবারও একঘরে করতে পারেনি। ক্ষমতার রাজনীতির এমনই গুণ যে পরীক্ষিত সেক্যুলার দল মৌলবাদী দলের সঙ্গে আঁতাত করে, আবার বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদীরাও ধর্মপন্থীদের সঙ্গে জোট বাঁধতে দ্বিধা করে না। আরেকটি উদাহরণ দিই। আওয়ামী লীগ সরকার সংবিধানে চার মূল নীতি পুনর্বহাল করেছে বলে দাবি করে। একই সঙ্গে তারা এরশাদের রাষ্ট্রধর্মও রেখে দিয়েছে। দুটি একসঙ্গে যায় না। ভারতে মোদির নাগরিকত্ব বিল নিয়ে তুলকালাম কাণ্ড ঘটেছে। বিলটি ভারতের সংবিধানের সঙ্গে সাংঘর্ষিক-এই যুক্তিতে বিরোধীরা বাতিল করে দিয়েছেন। বাংলাদেশে কোনো দলই আন্তরিকভাবে চায়নি রাষ্ট্রধর্ম উঠে যাক। নীতি ও আদর্শের দিক থেকে বিএনপি ও জাতীয় পার্টির মধ্যে অনেক মিল আছে। বিএনপির ১৯ দফার সঙ্গে জাতীয় পার্টির ১৮ দফার তেমন ফারাক নেই। দুটো দলই বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদ ও ইসলামি মূল্যবোধ প্রতিষ্ঠার কথা বলে, যা আওয়ামী লীগের ঘোষিত নীতির বিপরীত। দুটো দলেরই জন্ম হয়েছে ক্ষমতার গর্ভে। কিন্তু ক্ষমতার রাজনীতিতে আজ আওয়ামী লীগ ও জাতীয় পার্টি একে অপরের পরিপূরক হয়ে গেছে। দুজনে দুজনার। অতীতে মরহুম মাওলানা ফজলুল হক আমিনীর বক্তৃতা-বিবৃতি যাঁরা শুনেছেন, তাঁরা স্বীকার করবেন, তাঁর মতো আওয়ামী লীগবিরোধী রাজনীতিক বাংলাদেশে কমই আছে। তিনি একসময় ঘোষণা দিয়েছিলেন, 'আমরা সবাই তালেবান, বাংলা হবে আফগান।' সেই ফজলুল হক আমিনীর ইসলামি ঐক্যজোট এখন আর বিএনপির সঙ্গে নেই। খেলাফত মজলিসের একাংশও বিএনপির সঙ্গে থাকলেও অপরাংশ এরশাদের জোটে যোগ দিয়েছিল।

অভিযোগ করে বিপদে পড়েছেন ইউনিয়ন পরিষদের নারী সদস্য

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

জেলা পরিষদের গাছ কাটা, প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ ও ঘুষ আদায়ের অভিযোগ করে বিপদে পড়েছেন রাজবাড়ীর কালুখালী উপজেলার মদাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত নারী সদস্য বিউটি প্রামাণিক। তার অভিযোগ, মারপিটের পাশাপাশি শিশু সন্তানকে জিম্মি করে কাগজে স্বাক্ষর ও তাদের শেখানো কথা রেকর্ড করিয়ে নিয়েছে সন্ত্রাসীরা। ফলে আতংকিত হয়ে পড়েছেন, নারী সদস্য বিউটি প্রামাণিক। যে কারণে তিনি জীবনের নিরাপত্তা চেয়ে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসকের কাছে আবেদন করেছেন।

নির্বাচিত নারী সদস্য বিউটি প্রামাণিক জেলা প্রশাসকের কাছে করা লিখিত আবেদন পত্রে বলেছেন, গত ২৫ ফেব্রুয়ারি রাত ১১টার দিকে রাজবাড়ী জেলা পরিষদের সদস্য মিজানুর রহমান মজনুর ভাই রঞ্জু ও জিলাল মেম্বারের নেতৃত্বে মোটর সাইকেল যোগে ৭০/৮০ জন তার মদাপুর ইউনিয়নের দোগাছি গ্রামের বাড়িতে আসে। সে সময় তারা স্ব-পরিবারে অবস্থান করছিলেন ননদের বাড়ি পার্শ্ববর্তী মুড়ালীখোলা গ্রামে। তারা খোঁজ নিয়ে ওই বাড়িতে এসে হাজির হয়। সেই সাথে তাকে মারপিট ও গালাগাল করার পাশাপাশি কোলে থাকা ৩ বছর বয়সী মেয়ে তিশি প্রামাণিককে ছিনিয়ে নেয় এবং তাদের কাছে থাকা কাগজে স্বাক্ষর করে তাতে সীল দিতে বলে। তিনি তাতে রাজি না হলে তারা তার মেয়েকে হত্যা করতে উদ্যত হয়। ফলে তিনি বাধ্য হয়ে শিশু কন্যার জীবন রক্ষার্থে ওই কাগজে স্বাক্ষর করেন। তখন তারা অস্ত্রের মুখে তাদের শেখানো জবানবন্দী মোবাইলে রেকর্ড করে নেয়। সেই সাথে তার কাছে সীল না থাকায় পুনরায় মারপিট করে তাকে ও তার স্বামী ও শিশু কন্যাকে হত্যার হুমকি দিয়ে চলে যায়। এই ঘটনার পর দিন গত ২৬ ফেব্রুয়ারি সকাল ৯টার দিকে পুনরায় তারা তার বাড়ি আক্রমণ করে। সে সময় তারা তার স্বামীকে খুন জখমের চেষ্টার পাশাপাশি অকথ্য ভাষায় গালাগাল ও হত্যার হুমকি দিয়ে বলে এলাকা ছেড়ে চলে যেতে। যে কারণে তিনি ও তার পরিবারের সদস্যরা এখন নিরাপত্তাহীনতায় ভুগছেন এবং বাড়ি ফিরে যেতে পারছেন না। এ ব্যাপারে জেলা পরিষদের সদস্য মিজানুর রহমান মজনু জানান, তার বিরুদ্ধে জেলার কালুখালী উপজেলার মাঝবাড়ী, মদাপুর ও মৃগী ইউনিয়নের ২ জন চেয়ারম্যান ও ২৮ জন সদস্য জেলা পরিষদের কাছ কাটা, প্রকল্পের টাকা আত্মসাৎ ও ঘুষ আদায়ের অভিযোগ করেছিল তা অসত্য। ভুয়া নাম ঠিকানা লিখে ওই অভিযোগ করা হয়েছে। ফলে অভিযোগকারী সদস্যরা স্বেচ্ছায় তার পক্ষে লিখেছে। তারা কাউকে ভয় ভীতি দেখিয়ে তার পরে কাগজে স্বাক্ষর করান নি। মদাপুর ইউনিয়ন পরিষদের ১, ২ ও ৩ নং ওয়ার্ডের নির্বাচিত নারী সদস্য বিউটি প্রামাণিকের অভিযোগও সত্য নয়।

নির্বাচিত নারী সদস্য বিউটি প্রামাণিকের অভিযোগ প্রাপ্তির কথা জানিয়ে রাজবাড়ীর জেলা প্রশাসক মোঃ শওকত আলী জানান, প্রয়োজনীয় ও আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণের তিনি ওই অভিযোগটি রাজবাড়ীর পুলিশ সুপারের কাছে পাঠিয়েছেন।

রাজবাড়ীতে শিক্ষকের ওপর হামলা

।। রাজবাড়ী প্রতিনিধি ।।

রাজবাড়ী পাংশা উপজেলার পাংশা জর্জ পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের এক শিক্ষককে গত শনিবার রাতে রড ও হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে গুরুতর আহত করা হয়েছে। এ ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে উপজেলা ছাত্রলীগের নেতাসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

আহত শিক্ষকের নাম তপন কুমার সরকার (৪৮)। তিনি ওই বিদ্যালয়ের বাণিজ্য বিভাগের সহকারী শিক্ষক। তাঁর বাড়ি পাংশা পৌর এলাকার নারায়ণপুর গ্রামের দত্তপাড়া এলাকায়। আহত শিক্ষকের বাবা শিবনাথ সরকার আটজনের নাম উল্লেখ করে এবং অজ্ঞাতনামা আরও তিন-চারজনকে আসামি করে পাংশা থানায় মামলা করেন। পুলিশ মামলার প্রধান আসামি ফারুক হোসেনসহ ছয়জনকে গ্রেফতার করেছে। ফারুক পাংশা উপজেলা ছাত্রলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

স্থানীয় কয়েকজন বলেন, তপন কুমার সরকার সত্যজিৎপুর পালপাড়া গ্রামে এক ছাত্রীকে প্রাইভেট পড়াতেন। ওই ছাত্রীর সঙ্গে তাঁর অনৈতিক সম্পর্ক রয়েছে– এই অভিযোগ তুলে ছাত্রলীগের নেতাসহ আরও কয়েকজন তাঁর কাছে চাঁদা দাবি করেন। কিন্তু তিনি অভিযোগ প্রত্যাখ্যান করে চাঁদা দিতে অস্বীকার করেন।

শিবনাথ সরকার বলেন, তপন ঘটনার দিন রাত নয়টার দিকে পাংশা বাজার থেকে বাড়িতে ফিরছিলেন। পথে পাংশা সরকারি কলেজ ও পাংশা জর্জ পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের মাঝামাঝি স্থানে পৌঁছালে তাঁর গতিরোধ করে ১০ থেকে ১২ জন দুর্বৃত্ত। এ সময় তাঁকে হাতুড়ি ও রড দিয়ে পিটিয়ে ও কুপিয়ে গুরুতর আহত করা হয়। তাঁর বাঁ পায়ের হাড় ভেঙে ফেলা হয়েছে। এ ছাড়া মাথা ডান হাতসহ বিভিন্ন স্থানে কুপিয়ে জখম করা হয়। তাঁর চিৎকারে আশপাশের লোকজন এগিয়ে এলে দুর্বৃত্তরা ঘটনাস্থল থেকে পালিয়ে যায়। পরে স্থানীয় লোকজন তাঁকে উদ্ধার করে পাংশা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন। সেখানে তাঁর শারীরিক অবস্থার অবনতি হলে রাতেই তাঁকে ঢাকায় স্থানান্তর করা হয়। তিনি বর্তমানে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসাধীন আছেন।

পাংশা জর্জ পাইলট মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক কে এম নজীবুল্লাহ বলেন, দোষী ব্যক্তিদের শাস্তির দাবিতে কর্মসূচি পালিত হয়েছে। বিদ্যালয় থেকে একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি পাংশা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার (ইউএনও) কার্যালয়ের সামনে গিয়ে শেষ হয়। সেখানে বক্তব্য দেন উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ফরিদ হাসান, কালুখালী কলেজের অধ্যক্ষ মুক্তিযোদ্ধা জয়নাল আবেদিন প্রমুখ। পরে ইউএনও ও পাংশা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তার (ওসি) কাছে স্মারকলিপি পেশ করা হয়।

পাংশা থানার ওসি তোফাজ্জেল হোসেন বলেন, মামলার এজাহারভুক্ত ছয়জন আসামীকে গ্রেফতার করা হয়েছে। তাদের রাজবাড়ী আদালতে পাঠানো হয়েছে। মারধরের সঙ্গে জড়িত অন্য আসামিদের গ্রেফতারের চেষ্টা চলছে।

অবসরপ্রাপ্ত সচিবের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ

॥ পিরোজপুর প্রতিনিধি ॥

পিরোজপুরের নাজিরপুরে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে অবসরপ্রাপ্ত এক সচিবের গ্রামের বাড়িতে অগ্নিসংযোগসহ স্থানীয় এক গ্রাম পুলিশকে মারধর এবং মাছের ঘের লুটপাটের অভিযোগ পাওয়া গেছে। ঘটনাটি ঘটেছে উপজেলার মাটিভাঙ্গা ইউনিয়নের পশ্চিম বানিয়ারী গ্রামে। আহত গ্রাম পুলিশ ওয়াদুদ হোসেনকে নাজিরপুর উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করা হয়েছে। অতিরিক্ত পুলিশ সুপার মোল্লা আজাদ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেছেন।

স্থানীয় সঞ্জয় বিশ্বাস জানান, তাদের ভোগ দখলীয় জমি দখল করতে সম্প্রতি রাত ১১টার দিকে স্থানীয় ইউপি সদস্য নজরুল সরদারের নেতৃত্বে শতাধিক সন্ত্রাসী দেশীয় অস্ত্র নিয়ে ওই জমিতে প্রবেশ করে ঘের থেকে মাছ লুট শুরু করে। এ সময় স্থানীয় গ্রাম পুলিশ ওয়াদুদ তাদের বাধা দিলে সন্ত্রাসীরা তাকে মারধর করে। বিষয়টি তারা মাটিভাঙ্গা পুলিশ তদন্ত কেন্দ্রে জানালে পুলিশ ঘটনাস্থলে এসে তাদের প্রতিরোধ করার চেষ্টা করলে সন্ত্রাসীরা পুলিশের ওপর চড়াও হয়। পরে অতিরিক্ত পুলিশ এসে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনে।

এ ঘটনার জের ধরে সন্ত্রাসীর ওই দিন রাত ৩টার দিকে মাছের ঘেরে পার্শ্ববর্তী বাড়িতে অগ্নিসংযোগ করে। সংবাদ পেয়ে ফায়ার সার্ভিসের সদস্যরা সেখানে পৌঁছানোর আগেই ঘরে থাকা মালপত্রসহ বসতঘরটি পুড়ে যায়। এ অগ্নিসংযোগের ঘটনায় স্থানীয়রা ইউপি সদস্য নজরুল সরদারকে দায়ী করেছেন। তবে অভিযুক্ত নজরুল সরদার এ ঘটনায় দায়ী নন বলে দাবি করেন। অগ্নিসংযোগ করা বাড়িটি ঢাকায় বসবাসরত অবসরপ্রাপ্ত সচিব জগদীশ চন্দ্র বিশ্বাসের। এ ব্যাপারে মোবাইল ফোনে তিনি জানান, তিনি সপরিবারে ঢাকায় বসবাস করেন। তার বাবার হাতের তৈরি ওই বসতঘরটি বাবার স্মৃতি। সেই ঘরটি আগুন দিয়ে পুড়িয়ে দিয়েছে সন্ত্রাসীরা।

মাটিভাঙ্গা তদন্ত কেন্দ্রের ইনচার্জ পুলিশ পরিদর্শক মিজানুর রহমান খান জানান, ঘটনার সংবাদ পেয়ে তিনি এসআই নুরুল ইসলামসহ ফোর্স নিয়ে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করেন। এ ব্যাপারে থানার পুলিশ পরিদর্শক (তদন্ত) মো. জাকারিয়া জানান, বিষয়টি তদন্ত করে মামলা দায়েরের প্রস্তুতি চলছে।

মিরপুর কেন্দ্রীয় মন্দিরে হামলা কালী প্রতিমা ভাংচুর

৮ম পৃষ্ঠার পর

দুর্গা ও লোকনাথ মন্দির রয়েছে।

অতীন্দ্র সরকার হঠাৎ অন্য মন্দির থেকে লক্ষ্য করেন, তরুণটি কালী প্রতিমার ওপর আঘাত করছে। ভাংচুর করছে। অতীন্দ্রবাবু চিৎকার করে ছুটে আসেন, এ সময় ওই দুর্বৃত্ত দৌড়ে পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। তবে আশেপাশের লোকজন ছুটে এসে তাকে ধরে ফেলেন। পরে পুলিশের কাছে সোর্পদ করা হয়। দুর্বৃত্ত তরুণটি স্বীকার করে, সে হিন্দু নয়, মুসলমান। নাম রাশেদুল ইসলাম। তার আত্মীয়-স্বজনরা পরে এসে দাবি করে, রাশেদুল মানসিক রোগী।

এই ঘটনার প্রতিবাদে মন্দিরের সামনে তাৎক্ষণিকভাবে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ করা হয়। বিক্ষোভে এসে যোগ দেন বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক নির্মল চ্যাটার্জী, মহানগর সার্বজনীন পূজা কমিটির সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. কিশোর রঞ্জন মণ্ডল, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. তাপস পালসহ নেতৃবৃন্দ। নেতৃবৃন্দ এই হামলার তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং বলেন, হামলার পর হামলাকারীকে পাগল সাজানো হয়। বাংলাদেশে বিভিন্ন মন্দিরে হামলার পর হামলাকারীকে পাগল সাজানোর ঘটনা ঘটেছে। অথচ আত্মীয়স্বজন সূত্রে জানা যায়, রাশেদুল সকালে বাড়ি থেকে বের হওয়ার সময় মাকে বলে আসে, সে একটা ভালো কাজ করতে যাচ্ছে। নেতৃবৃন্দ হামলাকারীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

ঘটনার পরদিন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত, সভাপতি মণ্ডলীর সদস্য জয়ন্ত সেন দীপু এবং মহিলা ঐক্য পরিষদের নেত্রীবৃন্দ মিরপুর কেন্দ্রীয় মন্দির পরিদর্শন করেন। এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত বলেন, পাগল বর্ণনা করে দুর্বৃত্তদের অপরাধ লঘু করার চেষ্টা হামলার নতুন কৌশল। পাগলই যদি হবে, সে প্রতিমা ভাঙে, অন্য কোথাও তো আঘাত করে না।

নবীগঞ্জে বিভিন্ন মন্দিরে চুরি

॥ নবীগঞ্জ থেকে উত্তম কুমার পাল হিমেল ॥

নবীগঞ্জ-হবিগঞ্জ সড়কের পৌর এলাকার আক্রমপুরে লোকনাথ মন্দিরে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি দিবাগত গভীর রাতে চুরি হয়েছে। চোরেরা এ সময় মন্দিরের ঘরের বেড়ার টিন কেটে ভেতরে প্রবেশ করে মন্দিরে পুজোর বাসনপত্র এবং অন্যান্য আসবাবপত্রসহ চুরি করে নিয়ে যায়। মন্দির কমিটির লোকজন চুরির বিষয়টি নবীগঞ্জ থানা পুলিশকে অবগত করলে পুলিশ ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। নবীগঞ্জ শহরের মধ্যে অবস্থিত এ মন্দিরে চুরির ঘটনায় ভক্তরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছেন। উল্লেখ্য, সম্প্রতি নবীগঞ্জ শহরের আশেপাশে ও পৌর এলাকার বিভিন্ন মন্দির ও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বাড়িতে চুরির ঘটনা মারাত্মকভাবে বেড়ে গেছে। গত ২ সপ্তাহে নবীগঞ্জ পৌর এলাকার তিমিরপুর ইসকন মন্দির,সদর ইউনিয়নের আদিত্যপুর গ্রামের শ্যামল চক্রবর্ত্তীর মন্দিরসহ বেশ কয়েকটি চুরির ঘটনা ঘটছে।

ঠাকুরগাঁওয়ে হিন্দু ছাত্রীকে গণধর্ষণ

॥ ঠাকুরগাঁও প্রতিনিধি ॥

ঠাকুরগাঁও জেলার সদর উপজেলার আসাননগর আদর্শ উচ্চ বিদ্যালয়ের দশম শ্রেণির এক হিন্দু ছাত্রী গণধর্ষণের শিকার হয়েছে। জানা গেছে, ঐ ছাত্রী স্কুলে যাতায়াতের সময় মাসুদ নামে এক যুবক তাকে উত্যক্ত করতো। শুধু তাই নয়, মেয়েটিকে মোবাইলে সময়ে অসময়ে ফোন দিয়ে বিরক্ত করতো। এতে মেয়েটি সাড়া না দিলে ওই যুবক ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং সুযোগ খুঁজতে থাকে। গত ১১ জানুয়ারি সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে মেয়েটি তার কাকাতো বোন প্রতিমা রানীর কাছে পড়া দেখিয়ে নেওয়ার জন্যে রওনা হয়। পথিমধ্যে আগে থেকে ওৎ পেতে থাকা মাসুদ ও তার সহযোগীরা মেয়েটিকে মুখ চেপে ধরে বাড়ির উত্তর পশ্চিমে কাড়িঘরের পাশে নিয়ে যায়। এর পর চার যুবক পালাক্রমে তাকে ধর্ষণ করে। এ ঘটনায় রুহিয়া থানায় একটি মামলা হয়েছে। মামলার প্রেক্ষিতে ঠাকুরগাঁও আধুনিক সদর হাসপাতালে ধর্ষিতার ডাক্তারি পরীক্ষা সম্পন্ন হয়। পরে অ্যাড. রবীন্দ্র ঘোষের নেতৃত্বে বাংলাদেশ মাইনোরিটি ওয়াচের একটি পৃষ্ঠা ২

তেজগাঁও ট্রাকস্ট্যান্ড সনাতন কল্যাণ সংঘের উদ্যোগে সম্প্রতি গীতাযজ্ঞ ও গীতাপাঠ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের সাধারণ সম্পাদক এ্যাড. রানা দাশগুপ্ত এবং বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন ঐক্য পরিষদের সাংগঠনিক সম্পাদক উত্তম কুমার চক্রবর্তী। প্রায় এক হাজার ভক্ত অনুষ্ঠানে যোগ দেন। অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন রানা দাশগুপ্ত।

নোয়াখালীতে হিন্দু পরিবারকে ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদের চেষ্টা

॥ নিজস্ব প্রতিনিধি ॥

নোয়াখালীতে একটি মুক্তিযোদ্ধা হিন্দু পরিবারের একমাত্র মহিলা সদস্যাকে নিজের পৈতৃক ভিটামাটি থেকে উচ্ছেদ করার জন্য অমানবিক নির্যাতন করে চলেছে এলাকার ক্ষমতাধর কিছু দুর্বৃত্ত। বর্তমানে নির্যাতন এমন পর্যায়ে পৌঁছেছে যে মহিলার থাকার জায়গা এবং খাওয়ার ব্যবস্থা নেই। বাড়ি থেকে বের হওয়ার পথটুকুও প্রায় বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে।

নির্যাতিত পরিবারের একমাত্র মহিলা ওই সদস্য এবং স্থানীয় ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য, চেয়ারম্যানসহ বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের বক্তব্যে জানা যায়, নোয়াখালী জেলার চাটখিল উপজেলার বারইপাড়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা রবীন্দ্র কুমার দে'র জায়গা জমির ওপর ওই ক্ষমতাধর ব্যক্তিদের চোখ পড়ে। ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদের প্রথম ধাপ হিসাবে ১৯৭৮ সালে এক রাতে রবীন্দ্র কুমারের ঘরে ঢুকে তাকে খুন করে। ১৯৮৯ সালে রবীন্দ্রের বড় ছেলে প্রদীপ কুমার দে-কে পথিমধ্যে সন্ত্রাসীরা খুন করে। উল্লেখ্য, রবীন্দ্র কুমার ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন।

পরবর্তীকালে ১৯৯৯ সালে এলাকার জনৈক আবদুল মালেক এবং রুস্তম প্ররোচনা দিয়ে ও আটকে রেখে রবীন্দ্র কুমারের ছোট ভাই প্রবীর চন্দ্র দে-কে ধর্মান্তরিত করে তাকে সঙ্গে নিয়ে নির্যাতনের মাত্রা বৃদ্ধি করে জায়গা জমি দখলের চেষ্টা শুরু করে। রবীন্দ্র কুমারের পরিবারের একমাত্র সদস্য শিপ্রা রানী বাদী হয়ে ২০১২ সনে নোয়াখালী জেলা জজ আদালতে মামলা করলে ২০১৫ সনে আদালত শিপ্রা রানীর অনুকূলে এক দশমিক সাড়ে ষাট একর সম্পত্তির রায় প্রদান করে।

মামলা চলাকালে ও রায় হওয়ার পরেও এলাকার ঐসব ব্যক্তি প্রবীর চন্দ্র দে-কে (ধর্মান্তরিত করার পর নাম হয় সাইফুল ইসলাম) দিয়ে আদালত থেকে রায়ে প্রদত্ত জায়গা তাদের নামে দলিল করে নেয়। এরপর শিপ্রা রানী দে'র ওপর ব্যাপক নির্যাতন শুরু হয়। শিপ্রা রানী আদালতের রায়ে প্রাপ্ত জায়গাও ভোগ করতে পারছেন না। পিতার ঘরটিও মেরামত করতে পারছেন না। ঘর ভেঙে পড়ছে। টিনের চালাও ভেঙে গেছে। এখানে বাস করার অবস্থা নেই। বাড়ি থেকে বের হওয়ার রাস্তাও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। শিপ্রা রাণীকে ভীত-সন্ত্রস্ত করতে রাতে বাড়িতে হামলা চালানো হয়।

এই এলাকার মুক্তিযোদ্ধা ছিদ্দিক উল্যা জানান, যারা এ ঘটনার সঙ্গে জড়িত তারা অর্থবল ও জনবলে শক্তিশালী। তারা আদালত এবং এলাকার কাউকে পাত্তা দেয় না। আমরা শিপ্রা রানীকে কিছু সাহায্য সহযোগিতা করে আসছি।

চাটখিল ইউনিয়নের ৬নং পাঁচগাও ইউনিয়নের ৫ নং ওয়ার্ডের সদস্য জুয়েল পাটোয়ারী জানান, রবীন্দ্র কুমারের পরিবারের ওপর অমানবিক নির্যাতন করছে এলাকার কতিপয় প্রভাবশালী ব্যক্তি। যা কখনো মেনে নেওয়া যায় না। ঐসব ব্যক্তি আইন আদালত কিংবা এলাকার ইউনিয়ন পরিষদ সদস্য ও চেয়ারম্যানকেও মানে না। পাঁচগাও ইউনিয়নের চেয়ারম্যান বজলুল করিম বাবলু বলেন, রবীন্দ্র কুমারের পরিবারের ওপর নির্যাতন চলছে । কয়েকবার এ ঘটনা ফয়সালা করার চেষ্টা করেও আমরা ব্যর্থ হয়েছি। তবে আশা ছাড়িনি। মুক্তিযোদ্ধার পরিবারের একমাত্র সদস্য শিপ্রা রানীকে ইউনিয়ন পরিষদ থেকে মাঝে মাঝে কিছু সহযোগিতা করার চেষ্টা করছি।

লক্ষ্য করুন

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা' ২০১৩ সালের মে মাস থেকে বর্তমান আঙ্গিকে প্রকাশিত হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন জেলায় তার কপি বিক্রয়ের জন্যে পাঠানো হচ্ছে। বিক্রয়লব্ধ অর্থ 'বিকাশ' একাউন্ট নম্বর- ০১৭৫২-০৩৫৪৫৩ (কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক মনীন্দ্র কুমার নাথ) যোগে যথাসময়ে পাঠানোর জন্যে জেলা সংগঠনসমূহের সংশ্লিষ্ট সভাপতি/সাধারণ সম্পাদককে অনুরোধ জানানো হচ্ছে। ইতিপূর্বে যে বিকাশ নম্বরে টাকা পাঠানো হতো এখন তাদের অনুরোধ করা হচ্ছে নতুন নম্বরটি ব্যবহার করার জন্য।

কেউ কেউ পত্রিকার কপি বাড়ানোর জন্য অনুরোধ করছেন। আমরা এই অনুরোধ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা চালাচ্ছি। তবে একই সঙ্গে লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন যাতে মুল্য বকেয়া না থাকে।

এ ছাড়া বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের মাসিক মুখপত্র 'পরিষদ বার্তা'র ই-মেইল ঠিকানা **parishadbarta@gmail.com**-এ সব খবর, প্রবন্ধ-নিবন্ধ, মতামত, প্রেস বিজ্ঞপ্তি, অভিযোগ সম্বলিত চিঠিপত্র ও ছবি এই মেইলে পাঠানোর জন্য পরিষদের সকল জেলা উপজেলা শাখা, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও মানবাধিকার সংগঠনসমূহকে অনুরোধ জানানো হয়েছে। কিন্তু লক্ষ্য করা যাচ্ছে এই ই-মেইলে ঐক্য পরিষদ, অঙ্গসংগঠন এবং সাম্প্রদায়িক হামলা ও নির্যাতন নিপীড়নের খবর ছাড়াও এলাকার সমস্ত রাজনৈতিক সংগঠন ও সামাজিক সংগঠনগুলোর খবরও পাঠানো হচ্ছে। এর ফলে প্রতিদিনই কয়েক'শ বার্তা এই ই-মেইলে জমা হয়, যেখান থেকে সংশ্লিষ্ট খবরটি বাছাই করা অত্যন্ত কষ্টসাধ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছে। এই বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রাখার জন্য সবিনয়ে অনুরোধ জানাচ্ছি।

সম্পাদক, পরিষদ বার্তা

আমলাতন্ত্র রাজনীতিকদের ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে

শেষের পাতার পর

যান সে ব্যাপারে সবাইকে সতর্ক ও সচেতন হবার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে।

তিনি বলেন, সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত মন্ত্রী থাকাকালে তাঁর সুনামকে ক্ষুন্ন করার জন্যে এক টিভি চ্যানেলের মালিক অপচেষ্টা চালিয়েছে। তাঁর বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের সত্যতা পর্যন্ত মেলে নি। অথচ এ জাতীয় বর্ণচোরারা সরকার ও রাজনীতির চারদিকে ঘুরপাক খাচ্ছে। ধর্মাশ্রয়ী রাষ্ট্র রেখে ধর্মনিরপেক্ষতার কথা বলা হাস্যকর বলে ড. মিজানুর রহমান মত ব্যক্ত করেন। জামায়াত নেতা ব্যারিষ্টার আব্দুর রাজ্জাকের দল থেকে পদত্যাগের কারণে এ জাতীয় ব্যক্তিরা যাতে গ্রহণযোগ্য হয়ে না উঠতে পারেন তার জন্যে সতর্কবাণী উচ্চারণ করে তিনি বলেন, এরা কৌশলগত কারণে দল ছাড়লেও দর্শন ছাড়ে নি।

প্রধান আলোচকের ভাষণে বিশিষ্ট সাংবাদিক- লেখক সৈয়দ আবুল মকসুদ প্রয়াত দেবেশ ভট্টাচার্য ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্ত অসাম্প্রদায়িক গণতান্ত্রিক সমাজ বিনির্মাণে তাঁদের ভূমিকার জন্যে চিরস্মরণীয় হয়ে থাকবেন বলে উল্লেখ করেন।

বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, এ-দু'জন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব অনেকের মতো পাকিস্তান আমলে দেশত্যাগ করেননি সামাজিক দায়বদ্ধতা থেকে। সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর অধিকার এবং গণতন্ত্রের বিকাশ- এ দু'য়ের জন্যে তাঁরা আজন্ম লড়াই করেছেন। বামধারা থেকে এলেও জাতীয়তাবাদী চেতনার উত্তরণে এঁদের ভূমিকা অপরিসীম।

তিনি বলেন, ৭১ চেতনার বিষয়। কিন্তু ৭১-বিরোধী চিন্তা কি আগের চেয়ে কম আছে ? রাষ্ট্রধর্মের আজো সমাধান হয় নি। তা-ই ৭১-র সংগ্রাম ও মানবাধিকাররে আন্দোলন আজো শেষ হয় নি।

মানবাধিকার কর্মী আরোমা দত্ত দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও সুরঞ্জিত সেনগুপ্তকে 'অসাধারণ দেশপ্রেমিক' হিসেবে উল্লেখ করেন। তিনি তাঁর বক্তব্যে তাঁর দাদু শহীদ ধীরেন্দ্র নাথ দত্তের সাথে বিচারপতি দেবেশ ভট্টাচার্যের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যের স্মৃতিচারণ করেন।

অধ্যাপক মেসবাহ কামাল বলেন, ইতিহাসে বেঁচে থাকবেন এ দু'জন স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব তাঁদের গৌরবোজ্জ্বল কর্মের জন্যে যা ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে উজ্জীবিত করবে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠায়।

দিনাজপুরে শ্মশান কালী মন্দিরে হামলা, বিগ্রহ ভাঙচুর

শেষের পাতার পর

ভেঙ্গে গুঁড়িয়ে দেয়। খবর পেয়ে থানা পুলিশ, উপজেলা আওয়ামী লীগের নেতৃবৃন্দ, বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড আব্দুল হক ও সাধারণ সম্পাদক হবিবর রহমান, জেলা হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের আহবায়ক সুনীল চক্রবর্তী, জেলা পূজা উদযাপন পরিষদের সাধারণ সম্পাদক উত্তম কুমার রায় ঘটনাস্থল পরিদর্শন এবং এই ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের গ্রেফতার ও দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেন।

শ্মশান কালী মন্দির কমিটির সভাপতি ভরত চন্দ্র রায় আরো বলেন, এলাকার প্রভাবশালী আব্দুল্লাহ দীর্ঘদিন ধরে এই সম্পত্তি অবৈধভাবে দখল করে রেখেছিল। বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টি'র নেতৃবৃন্দের সহযোগিতায় আইনি লড়াইয়ের মাধ্যমে আদালত হতে বৃটিশ খতিয়ান মূলে শ্মশান কমিটি রায় পায়। তখন থেকে সেখানে পূজার্চনা এবং দাহকার্য্য পরিচালিত হয়ে আসছে। এলাকার হিন্দু সম্প্রদায় এবং মন্দির কমিটির সদস্যরা উক্ত ঘটনার সুষ্ঠ বিচার ও ঘটনার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দাবি করেছেন।

পরিষদ বার্তা
পড়ুন
গ্রাহক হউন

পরিষদ বার্তা ফেব্রুয়ারি ২০১৯

বিচারপতি দেবেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য ও পার্লামেন্টারিয়ান সুরঞ্জিত সেনগুপ্তের স্মরণ সভায় মঞ্চে উপবিষ্ট বিশিষ্ট জনেরা পরিষদ বার্তা

দেবেশ-সুরঞ্জিত স্মরণানুষ্ঠানে ড. মিজানুর রহমান

আমলাতন্ত্র রাজনীতিকদের ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

প্রয়াত বিচারপতি দেবেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ও প্রয়াত পার্লামেন্টারিয়াল সুরঞ্জিত স্মরণে বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ আয়োজিত স্মরণানুষ্ঠানে আলোচকবৃন্দ এই দুই মহান ব্যক্তিত্বকে গণতন্ত্রের রাজনৈতিক উত্তরণ এবং আইনের শাসন ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠার অকুতোভয় সৈনিক হিসেবে উল্লেখ করে বলেছেন, এদের প্রদর্শিত পথে মুক্তিযুদ্ধের বাংলাদেশ পুনঃপ্রতিষ্ঠায় আমাদের অনেক দূর এগুতে হবে।

ঢাকায় জাতীয় প্রেস ক্লাবের জহুর হোসেন হলে ১৬ ফেব্রুয়ারি সকালে এ স্মরণসভা অনুষ্ঠিত হয়। সাবেক সাংসদ বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের অন্যতম সভাপতি ঊষাতন তালুকদার এতে সভাপতিত্ব করেন। স্বাগত বক্তব্য দেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত। সমগ্র অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন- প্রাণতোষ আচার্য (শিবু) ও অধ্যাপক ড. চন্দ্রনাথ পোদ্দার। কবিতা আবৃত্তি করেন পদ্মাবতী দেবী। দু'জনের জীবনপঞ্জী পাঠ করেন সুপ্রিয়া ভট্টাচার্য ও মধুমিতা বড়ুয়া। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ড. নিমচন্দ্র ভৌমিক। সঙ্গীত পরিবেশন করেন এ্যাড. স্বপন কুমার দাশ, জয়ন্তী রায়, হ্যাপি রানী দাশ ও মিনা রানী দে।

প্রধান অতিথির ভাষণে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের সাবেক চেয়ারম্যান ড. মিজানুর রহমান বলেন, জাতি আইনের শাসন চায় ব্যক্তির শাসন নয়। কিন্তু আমাদের নিজেদের কর্মকান্ডে ব্যক্তির শাসন প্রতিভাত করার চেষ্টা হচ্ছে, যা দুঃখজনক। তিনি বলেন, আমলাতন্ত্র যেভাবে জাঁকিয়ে বসেছে তাতে তাঁরা রাজনীতিকদের ভুল পথে পরিচালিত করতে পারে। আমলাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে যাতে পার্লামেন্ট ও রাজনীতিবিদরা ঢুকে না পৃষ্ঠা ৭

ঐক্য পরিষদের বিবৃতি

চট্টেশ্বরী সড়কের নামফলক অনতিবিলম্বে পুন:স্থাপন করুন

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক এ্যাডভোকেট রানা দাশগুপ্ত সংবাদপত্রে প্রদত্ত এক বিবৃতিতে চট্টগ্রাম চট্টেশ্বরী সড়কের নামফলক রাতের অন্ধকারে অপসারণের তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়ে অনতিবিলম্বে তা পূর্বেকার জায়গায় পুন:স্থাপনের জন্য চট্টগ্রাম সিটি করপোরেশনের মেয়রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন ।

বিবৃতিতে তিনি বলেন, আনুমানিক ৫০০ বছর পূর্বে প্রতিষ্ঠিত ইতিহাসখ্যাত চট্টগ্রামের চট্টেশ্বরী কালী মন্দিরের পরিচিতির জন্যে বৃটিশ আমল থেকে কাজীর দেউড়ীর মোড় থেকে মন্দিরের সম্মুখ ভাগ দিয়ে জেমস ফিনলে হয়ে চকবাজারের গুলজার সিনেমা হল পর্যন্ত সড়কটি চট্টেশ্বরী সড়ক হিসেবে পরিচিত। ৬ টি ফলকের মাধ্যমে এ সড়ক পরিচিহ্নিত ছিল । সম্প্রতি এই প্রাচীন মন্দিরের ঐতিহ্য ও স্মৃতি বিলুপ্ত করার লক্ষে সড়কটির পূর্বেকার নামফলক উৎপাটন করে এর নাম পরিবর্তনের ঘৃণ্য চক্রান্ত করা হয়েছে ।

এহেন নামফলক উৎপাটন ও চট্টেশ্বরী সড়কের নামের পরিবর্তনের চক্রান্ত বাংলাদেশের ভাবমূর্তি ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ক্ষুন্নের জঘন্য অপকৌশল হিসেবে চিহ্নিত করে তিনি বলেন, এ ঘটনা সনাতন ধর্মাবলম্বীসহ ইতিহাস ও ঐতিহ্য সচেতন নাগরিকদের মনে প্রচন্ড ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে যা পরবর্তিতে দেশব্যাপী আন্দোলনে রূপ নিতে পারে ।

এ্যাডভোকেট দাশগুপ্ত এ ক্ষোভ প্রশমনে অনতিবিলম্বে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের মেয়রের প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন । এ প্রসঙ্গে তিনি চট্টেশ্বরী সড়কের নাম পরিবর্তনের উদ্যোগের বিরোধিতা করার জন্যে শিক্ষা উপমন্ত্রী মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল ও চট্টগ্রাম উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের চেয়ারম্যান আব্দুস সালামকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানিয়েছেন এবং চট্টেশ্বরী সড়কের নামফলক পূর্বেকার জায়গায় প্রতিস্থাপনে তাদের উদ্যোগ কামনা করেছেন ।

হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ পরিষদ বার্তা

দিনাজপুরে শ্মশান কালী মন্দিরে হামলা, বিগ্রহ ভাঙচুর

রতন সিং দিনাজপুর থেকে

দিনাজপুরের বোচাগঞ্জ উপজেলার ২নং ইশানিয়া ইউনিয়নের সনকাই চৌরঙ্গী বাজার সংলগ্ন চৌরঙ্গী হাট সনকাই শ্মশান কালি মন্দিরে গত ২৪ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় প্রায় দেড় শত দুর্বৃত্ত প্রবেশ করে এবং কালী মন্দির ও বিগ্রহ, সমাধিস্থল ভাংচুর করে। এসময় তারা শ্মশান কমিটির প্রায় ৬ ব্যক্তিকে মেরে আহত করে। আহত গান্ধী নামে এক ব্যক্তিকে গুরুতর অবস্থায় এম আব্দুর রহিম মেডিকেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

২৫ ফেব্রুয়ারি সকাল ১১টায় ঘটনাস্থল পরিদর্শনকালে শ্মশান কালী মন্দির কমিটির সভাপতি ভরত চন্দ্র রায়, সাধারণ সম্পাদক মানস চন্দ্র রায় জানান, আগের দিন সন্ধ্যা ৬টার পর এলাকার বাসিন্দা মান্নান, ইসকান্দার আলী, বাবু মাষ্টার, তুহিন মাষ্টার, তরিকুল মাষ্টারের নেতৃত্বে দুর্বৃত্তরা চৌরঙ্গীহাট থেকে ধর্মীয় শ্লোগান দিতে দিতে শ্মশানে প্রবেশ করে এবং কালী মন্দির, বিগ্রহ, সমাধিস্থল পৃষ্ঠা ৭

কেন্দ্রীয় মন্দিরে কালী প্রতিমা ভেঙ্গে দেওয়ার পর পূজার্চনা সাময়িক বন্ধ ঘোষণা করা হয় পরিষদ বার্তা

মিরপুর কেন্দ্রীয় মন্দিরে হামলা কালী প্রতিমা ভাংচুর

॥ নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ॥

গত ২৮ ফেব্রুয়ারি সকালে মিরপুর কেন্দ্রীয় মন্দিরে হামলা চালিয়ে কালী প্রতিমা ভেঙে দেওয়া হয়েছে। এর প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল ও মানববন্ধন করেছে বাংলাদেশ পূজা উদযাপন পরিষদ ও বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ।

মিরপুর কেন্দ্রীয় মন্দিরের নেতৃবৃন্দ জানান, ঘটনার দিন সকাল সাতটার দিকে মন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার সময় এক তরুণ কালী মন্দিরে প্রবেশ করে প্রার্থনার কথা বলে। তখন মন্দির পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন মন্দিরের কর্মী অতীন্দ্র সরকার। অতীন্দ্র সরকার ওই তরুণকে জিজ্ঞেস করলে সে তার নাম মিঠুন চক্রবর্তী বলে জানান। সে আরও জানায়, সে একজন পরীক্ষার্থী, মন্দিরে প্রার্থনা করতে এসেছে। অতীন্দ্র সরকার কালী মন্দির পরিষ্কার শেষে অন্য মন্দিরে যান। এখানে কালী মন্দির ছাড়াও রাধাকৃষ্ণ, পৃষ্ঠা ৬

উপদেষ্টা : অধ্যাপক ড. অজয় রায় **সম্পাদক :** বাসুদেব ধর e-mail : parishadbarta@gmail.com Website : www.bhbcop.org
বাংলাদেশ হিন্দু বৌদ্ধ খ্রিস্টান ঐক্য পরিষদ, দারুস সালাম আর্কেড, ১৪ পুরানা পল্টন, ৯ম তলা, ঢাকা থেকে প্রকাশিত। মোবাইল : ০১৭১২২৭৪৫৩২ ০১৭১৫১৫৮৩৩২